**February 26:** (<https://www.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10153245445661891>)

আমরা সাধরণত মোবাইলে 10 টাকা বা 20 টাকা রিচার্জ করি। তবে স্পেশাল কিছু থাকলে, ভ্যালেন্টাইনস ডে বা গার্লফ্রেন্ডের বার্থডে থাকলে মোবাইলে রিচার্জ করার পরিমাণ এক লাফে 100 টাকা ক্রস করে ফেলে। তারমানে মোবাইলে টাকা রিচার্জ করার পরিমাণ নিদৃষ্ট থাকে না, পরিবর্তিত হয় বা চেইঞ্জ হয়। এইটাকে একটু ঘুরিয়ে বললে বলতে পারস, মোবাইলে রিচার্জ করার পরিমাণ পরিবর্তিত হয় বা vary করে। কোনো একটা জিনিস ভ্যারি(vary) করলে বা পরিবর্তিত হলে, তাকে প্রোগ্রামিং-এর ভাষায় ভেরিয়েবল বলে।

.

তোর নতুন কোনো ফ্রেন্ডকে সবার সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়ার সময়, তুই সবার সামনে ঘোষণা দেস- এইটা হচ্ছে আমার নতুন ফ্রেন্ড আসাদ। এই যে তুই সবার কাছে তোর নতুন ফ্রেন্ডের নাম ঘোষণা করলি। এইটাকে বলতে পারস, সবার সামনে তুই নতুন ফ্রেন্ডের নাম ডিক্লেয়ার করছস বা বলে দিছস। একইভাবে কোন একটা ভেরিয়েবল প্রথমবার লিখতে চাইলে, নতুন ভেরিয়েবলকে পরিচয় করিয়ে দিতে হবে বা ডিক্লেয়ার করতে হবে। নতুন ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করার সিস্টেম খুবই সোজা। জাস্ট ভেরিয়েবলটা প্রথমবার লেখার সময় ভেরিয়েবলের নামের আগে var শব্দটা লিখতে হয়। এই var জিনিসটা আসছে variable শব্দের প্রথম তিনটা বর্ণ থেকে।

var recharge = 20

.

ধর গার্লফ্রেন্ডের বার্থডে এর রাতে 100 টাকা রিচার্জ করছস। এখন recharge ভেরিয়েবলের মান চেইঞ্জ করে 100 টাকা সেট করতে চাইলে, ভেরিয়েবলের নাম লিখে তারপর সমান চিহ্ন দিয়ে মান সেট করবি। তবে মান চেইঞ্জ করার সময় ভেরিয়েবলের নামের আগে var লিখা লাগবে না। কারণ তুই recharge ভেরিয়েবলটা আগেই ডিক্লেয়ার করে ফেলছস।-

recharge = 100

আবার আরেকদিন গিয়ে 50 টাকা রিচার্জ করলে তুই লিখবি-

recharge = 50

.

ভেরিয়েবলের নামের আগে var ব্যবহার করা অনেকটা শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার মতো। তুই চাইলে যত খুশি শ্বশুরবাড়ি যেতে পারবি, তবে প্রথমবার যাওয়ার আগে বিয়ে করে নিতে হবে।আর একবার বিয়ে করে ফেল্লে, বিয়ের পরে যতবারই শ্বশুর বাড়ি যাস না কেনো, প্রত্যেকবার বিয়ে করা লাগবে না।  
(হাবলুদের জন্য প্রোগ্রামিং বই)

**October 18, 2015 আসুন কিছু আইন কানুন শিখি:**

(<https://www.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10153027427701891>)

আমেরিকার আইনকানুন:   
১. আরকানসাস অঙ্গরাজ্যে, স্ত্রীকে আইনগতভাবে পেটাতে পারবেন। তবে মাসে একবারের বেশি পেটাতে পারবেন না।   
২. আলাস্কা অঙ্গরাজ্যে, আপনি ভালুক শিকার করতে পারবেন। তবে ছবি তোলার জন্য ভালুকরে ঘুম থেকে জাগাইতে পারবেন না।   
৩. ক্যালিফোর্নিয়ার লস এঞ্জলেস শহরে, এক সাথে দুই শিশুকে গোসল করানো নিষিদ্ধ।   
৪. ক্যালিফোর্নিয়ায় ড্রাইভার ছাড়া কোন গাড়ি ঘন্টায় ৬০ মাইলের বেশি গতিতে চলতে পারবে না।   
৫. ক্যালিফোর্নিয়ায় স্কুলের ১৫০০ ফুটের মধ্যে পশুপাখিদের সেক্স করা নিষিদ্ধ।

৬. নিউ ইয়র্ক শহরে কাউরে পটাতে গিয়ে ধরা পড়লে ২৫ ডলার জরিমানা।   
৭. আইদাহ অঙ্গরাজ্যে, আপনার প্রিয়জনকে ৫০ পাউন্ড এর বেশি ওজনের চকলেট উপহার দেয়া নিষিদ্ধ।   
৮. লুজিয়ানা অঙ্গরাজ্যে, আপনার বন্ধুকে না জানিয়ে তার বাসায় পিজা ডেলিভারি দিতে বললে ৫০০ ডলার জরিমানা   
৯. ওহিও অঙ্গরাজ্যে, মাছকে নেশা করানো অবৈধ।   
১০. ফ্লোরিডা অঙ্গরাজ্যে, পাবলিক প্লেসে সন্ধ্যা ৬টার পর পাদ দেয়া নিষেধ।

১১. ইলিনয় অঙ্গরাজ্যের Zion শহরে: বিড়াল, কুকুরকে জ্বলন্ত সিগারেট দেয়া অবৈধ।   
১২. নিউ হ্যাম্পশায়ার অঙ্গরাজ্যে, বাজিতে হেরে যাওয়ার টাকা পরিশোধ করতে আপনার গায়ের জামা কাপড় বিক্রি করে দিতে পারবেন না। .  
১৩. মিনিসোটা অঙ্গরাজ্যে, মাথার মধ্যে হাস নিয়ে মিনিসোটা ক্রস করতে পারবেন না।   
১৪. ইন্ডিয়ানা অঙ্গরাজ্যে, মদের দোকানে দুধ বিক্রি করা নিষিদ্ধ।   
১৫. নর্থ ডেকোটা অঙ্গরাজ্যে, জুতা পায়ে রেখে ঘুমিয়ে পড়া অবৈধ।

এইবার ইন্টারন্যাশনাল:   
১৬. সিঙ্গাপুরে, লিফটের মধ্যে প্রস্রাব করা নিষিদ্ধ।   
১৭. জাপানের Itsukushima এবং ইতালির Falciano del Massico তে- মারা যাওয়া নিষিদ্ধ।  
১৮. চায়নায়, একজনের বেশি সন্তান নিতে গেলে সরকারকে ২৬ লক্ষ টাকার সমপরিমাণ সোশাল মেইনটেনেন্স ট্যাক্স দিতে হয়।  
১৯. ফ্রান্সে মৃত ব্যক্তিকে বিয়ে করতে পারবেন যদি সে মরার আগে বিয়ের কাবিন নামায় সই করে যায়।   
২০. ফ্রান্সে, রেডিওতে সকাল ৮ টা থেকে রাত ৮টার মধ্যে কমপক্ষে ৭০% ফ্রেঞ্চ মিউজিক চালাতে হবে।

২১. থাইল্যান্ডে : আন্ডারওয়ার না পড়ে বাড়ি থেকে বের হওয়া অবৈধ।

**July 16, 2015** (<https://www.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10152856513766891>)

আট-দশ ঘন্টা বাসের জন্য অপেক্ষা করে, চার পাঁচ গুন বেশি ভাড়া দিয়ে, হেলপারের লুকিয়ে রাখা টুলে বসে, ঘন্টার পর ঘন্টা জ্যামে বিরক্ত হয়ে, একটু পর পর বাথরুম করতে নামা লোকটার উষ্ঠা খেয়েও শেষ পর্যন্ত বাড়িতে পৌছবেন এই প্রত্যাশায়, তিন চারটা লাগেজ নিয়ে, সাহস করে রাস্তায় নামতে পারছেন বলেই, দেশের বাড়ির যত কাছে এসেছেন, বুকের ভিতরের হৃদস্পন্দনগুলা তত বেশি ঢেউ খেলে গেছে। আনন্দের ঝিলিকের প্রতিটা মুহূর্তে আপনার শরীরের প্রত্যেকটা রক্ত-কণা চিৎকার করে বলতে পেরেছে, "আম্মু আমি এসেছি, বন্ধুরা আমি এসেছি, শৈশব আমি এসেছি, প্রিয় রাস্তা-গ্রামের বালুকণা আমি এসেছি"।

.

বাড়ি থেকে অনেক দুরে বাসস্টান্ডের কাছে, অপেক্ষা করা ছোট ভাইটির জড়িয়ে ধরা, তার চাইতেও সাইজে বড় ব্যাগটাকে, ভাইয়া আমি পারবো বলে কেড়ে নেওয়া, পথের মাঝে রিক্সা থেকে নেমে আব্বুকে জড়িয়ে ধরা, বাড়ির রাস্তার মুখে ছোটবোনের দাড়িয়ে থাকা, কিংবা আম্মুর রান্না করে না খেয়ে বসে থাকার মধ্যে যে ভালবাসা, যে বন্ধন, যে আনন্দ, তা শহরে কিংবা পরবাসের শত শত দালানে হাজার হাজার বছর ধরে খুঁজলেও পাওয়া যাবে না। চিরচেনা ঈদগায়ের কোনে ছোট্ট বেলার স্কুল পালিয়ে সিনেমা দেখতে যাওয়া বন্ধুটির সাথে কোলাকুলি করে, হারিয়ে যাওয়া স্মৃতির ফোয়ারার আনন্দের কাছে, বাড়িতে আসার কষ্ট কিচ্ছু না। সত্যিই কিচ্ছু না।

.

ঈদের এই অর্গানিক, ফরমালিন মুক্ত আনন্দে আরো নিত্যনতুন আয়োডিনযুক্ত হোক, সেই প্রত্যাশাই রাখলাম।

[July 8, 2015](https://web.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10152842090126891)

(<https://www.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10152842090126891>)

ঈদের জন্য যে ড্রেসটা কিনতে চাচ্ছেন সেটাই কিনেন, তবে হালকা দামাদামি করে কিনেন।

একটু কাঁচুমাচু করলে ফিক্সড প্রাইসের দোকানেও সম্মান করে। আরেকটু কচলা-কচলি করলে বা না কিনে অন্য দোকানে চলে যাচ্ছি ভাব দেখালে অল্পতেই দাম কমায়ে দেয়। একটু জোরাজুরি করে আবদার করলে, এলোপাথাড়ি ক্যালকুলেটরের কয়েকটা বাটনে চাপ দিয়ে, এক্সট্রা কিছু ডিসকাউন্ট ঠিকই দিয়ে দেয়। এসি ওয়ালা, স্টাইল মারা ব্র্যান্ডেড দোকান মানেই জিনিস ভালো মনে না করে, যমুনা বা বসুন্ধরার বিশাল শোরুম থেকে না কিনে রাফা প্লাজা বা একটু নরমাল মার্কেট, সম্ভব হলে ঢাকা কলেজের উল্টা পাশের মার্কেট থেকে একই জিনিস কিনতে গেলে অনেক টাকা সেইভ করা যায়। আবার একই মার্কেটের সামনের দিকের দোকানগুলা দাম কমাতে চায় না কিন্তু পিছনের দিকের দোকানে একটু হাসি দিলেই দাম কমায় দেয়। আর একসাথে কয়েকজন ফ্রেন্ড মিলে একই দোকানে অনেক কিছু কিনতে গেলে, চাপাচাপি করলে সেলসম্যান ডিসকাউন্ট দিয়ে দেয়।

.

আসুন ঈদের শপিং এ যত বেশি সম্ভব ডিসকাউন্ট নেই, ছ্যাঁচড়ামি করি, বারগেইন করি। বাজেট থেকে টাকা সেইভ করি। তারপর সেইভ করা সেই টাকা দিয়ে সুবিধা-বঞ্চিত শিশুর মুখে হাসি ফোটাই। তার ঈদটাও আনন্দময় করে তুলি।

**পেপার বিছিয়ে একত্রে ইফতার খাওয়ার এক ডজন টিপস -** [**July 1, 2015**](https://web.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10152825164581891)

(<https://www.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10152825164581891>)

১. সবাই দেখবেন যার যার সামনের অংশ থেকে খাচ্ছে। আপনি আপনার সামনের অংশ অল্প কিছুক্ষণ খেয়ে একটু পরে মাঝখান থেকে নিয়ে খেতে শুরু করেন। তাইলে, অনেকক্ষণ পরে দেখবেন সবার সামনে থেকে ইফতারি শেষ হয়ে গেলেও আপনার সামনে ইফতারি থেকে যাবে। তখন আরামসে বসে বসে আপনার সামনের অংশ খাবেন।   
২. নিজের সামনের অংশ দ্রুত খেয়ে ফেলতে পারলে। অন্য যার সামনে বেশি অংশ পড়ে আছে সেখান থেকে টেনে এনে মাঝখানে রাখবেন। মাঝখানে রাখার মানে হচ্ছে ইফতার গুলা নিউট্রাল জোনে রাখা। এইবার সেই নিউট্রাল জোন থেকে নিজের সামনে এনে এনে খান।   
৩. খাইতে খাইতে মাঝে মধ্যে -বেগুনিটা তো ভালোই বানাইছে, জিলাপিটা মচমচা হইছে বলতে বলতে পাশের জনের সামনের অংশে থেকে বেগুনির টুকরা উঠায় নিবেন। এইটা একটা সুক্ষ্ণ স্ট্রাটেজি।   
৪. ফ্রেন্ড সার্কেলে কার কার চুলকানি আছে বা কে কি খাইতে পছন্দ করে না, তা আগে থেকে জেনে রাখবেন। তারপর তার পাশে বসে, তার উপকার করতেছেন সেই স্টাইলে, "ও তোর তো আবার চুলকানির সমস্যা আছে" বলে তার সামনে থেকে বেগুনি উঠিয়ে নিয়ে খাবেন।

.

৫. ধরেন সবাই দুইটা করে খেজুর এনে নিজের সামনে রাখতেছে। আপনার চারটা খেজুর খাইতে ইচ্ছা করতেছে। তাইলে দুইটা খেজুর এনে মুড়ির উপরে রাখবেন। তারপর মুড়ি মাখানোর ভঙ্গি করে খেজুরের উপরে মুড়ি রেখে দিবেন। ব্যস, খেজুর গায়েব হয়ে গেলো। এবার স্বাভাবিকভাবে দুইতে খেজুর এনে আপনার সামনে রাখেন।   
৬. মিক্স করার সময় প্রথমেই সব আলুর চপ, বেগুনি, জিলাপি মাখায় ফেলবেন না। দুই একটা আলুর চপ, বেগুনি উঠায়ে আপনার পাশে রেখে দেন। ইফতারি খাওয়া লাস্টের দিকে আসলে দেখা যায় মাখানো ইফতারির মধ্যে বেগুনি আর আলুর চপ শেষ হয়ে গেছে। সবাই খালি মুড়ি, পেঁয়াজুর ভাঙ্গা কোনাকোনি দিয়ে খাচ্ছে। আপনি তখন সাইডে রাখা আলুর চপ, বেগুনি বের করে ইয়াম্মি ইয়াম্মি করে খাবেন।   
৭. সব মুড়ি শুরুতেই মাখায় ফেলবেন না। চার-পাঁচ মিনিট পরে, মুড়ি আর ক্রিসপি থাকে না। নরম নরম হয়ে যায়। তাই কিছু মুড়ি সাইডে রেখে দিবেন। আস্তে আস্তে মুড়ি যোগ করে করে আগাইতে থাকবেন। তাইলে মুড়ির ক্রিসপিনেস সবসময় পাওয়া যাবে।   
৮. যে জিনিস পরে খাইলেও অন্যরে ভাগ দেয়া লাগবে না। যেমন, আপেল, কলা, গ্লাসে রাখা শরবত, ইত্যাদি। সেগুলা সাথে সাথে না খেয়ে পকেটে রেখে দিন। সব কিছু খাওয়া শেষ হয়ে গেলে ভুঁড়ি টিপতে টিপতে পরে খাইতে পারবেন।

.

৯. মাখাইতে বসলে জিলাপি বা বুরিন্দা টাইপের জিনিস মুড়ির সাথে মাখাবেন না। জিলাপির শিরা লেগে হাত আঠালো আঠালো হয়ে যায়। জিলাপি সাইড এ রেখে একটা আধাটা কামড় দিয়ে দিয়ে খাওয়া বেটার   
১০. ইফতারের পরে ডিনারের আয়োজন থাকলে একটু দিল দরিয়া হয়ে যান। নিজের সামনে থাকে ইফতারি ফ্রেন্ডদের সামনে দেন। ভিতরে ভিতরে এইটা পেটের জায়গা খালি রাখার স্ট্রাটেজি। পরে ডিনার খাওয়ার সময় গলা পর্যন্ত খাবেন যাতে আর সেহেরী খাইতে উঠতে না হয়।   
১১. ফ্রেন্ড সার্কেলে স্বাস্থ্য সচেতন কেউ থাকলে তো কোন কথাই নাই। তারে বলবেন, এই এইটার মধ্যে তেল বেশি তুই পেপার দিয়ে মোছ বা এইটা মনে হয় পুরাণ তেল দিয়ে ভাজছে। তাইলে সে আর ঐটা খাবে না। ব্যস, কেল্লা ফতে।   
১২. .....

মুরব্বিরা বলে, নিজে কম খেয়ে অন্যরে বেশি দিতে, ফাউল পোলাপান কার কথা শুনে!!!

[**June 14, 2015**](https://web.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10152786471091891)

(<https://www.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10152786471091891>)

বিয়ে জিনিসটাকে বিভীষিকাময় করে তুলছে - পার্লার, ফটোগ্রাফার আর ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টের চেংড়া পোলাপানগুলা। প্রি-ওয়েডিং, পোস্ট-ওয়েডিং, মুখের মধ্যে ময়দা পেইন্টিং - হাবিজাবি বলে নিমিষেই দেড় দুই লাখ গায়েব করে দেয়। হলুদে- টিকাটুলির মোড়ের হল, ঢাকার পোলার স্মার্টনেস নিয়ে, ড্রেস ম্যাচিং করে নাচানাচির ভিডিও ফেইসবুকে আপলোড না করলে আজকাল বিয়েই হয় না। বিয়ের সময় আসলেই, শো অফ করার একটা অশুভ কম্পিটিশনে নেমে পড়ে সবাই। জীবনে একবারইতো বিয়ে করবি, একটাইতো স্মৃতি, এইটাইতো আমার শেষ নাতির বিয়ে, এইসব বলেইমোশনাল ব্ল্যাকমেইল করে। সামাজিক প্রেসারে পড়ে বাধ্য হয় ধার দেনা করতে, ব্যাংক থেকে লোণ নিতে। পাঁচ ছয় বছর চাকরি করেও অনেকেই বিয়ের খরচ যোগাতে পারেনা।

.

বিয়ের দিন ঘনিয়ে আসলে শুরু হয় দর কষাকষি - গোল্ড কতটুকু দিবে, আংটি কিন্তু হীরার হইতে হবে, হাতঘড়ি বিদেশ থেকে আনতে হবে। কোন পার্লারে সাজবে, ফটোগ্রাফির কোন প্যাকেজ, কাবিন কত হবে, লেহেঙ্গা কোন দেশ থেকে আনা হবে, শেরওয়ানীর দাম কত হবে, বিয়ের পোগ্রাম কই হবে, কত শত লোক খাবে? প্রোগ্রাম যত বড় হবে, সমাজে মাথা তত উঁচু হবে। ওমুকের ছেলের বিয়ে ওই খানে হইছে, আমার ছেলের বিয়ে তার চাইতে বড় হবে। এইটা আমার ছোট মেয়ে, মহা ধুম ধামে বিয়ে দিব। দুই মিনিট সময় নিয়ে একটু ভেবে দেখে না - মিডল ক্লাসের একটা ছেলে চাকরি করে বছরে কয় টাকা জমাইতে পারে। বড় জোর এক লাখ টাকা। আর ফ্যামিলি সাপোর্ট করা লাগলে, ছোট ভাই বোনের পড়ালেখার খরচ দেয়া লাগলে, বছর শেষে ফুটা পয়সাও থাকে না। দুই এক মাসের বাসা ভাড়া বাকি থেকে যায় কারো কারো।

.

মেয়ের বাপের তিল তিল করে সঞ্চয় করা টাকা, ছেলের সিএনজিতে না উঠে লোকাল বাসে করে অফিস গিয়ে বাঁচিয়ে রাখা পয়সা অযথা নষ্ট করবেন না। পয়সা দিয়া, লাইট ক্যামেরা একশন শুনার মাঝে মাঝে যতটুকু সময় পাওয়া যায় তাকে বিয়ের প্রোগ্রাম বলে না, টিভি সিরিয়ালের শুটিং বলে। এই শুটিং, এই শো-অফ করে ফতুর হবার করাল গ্রাস থেকে মিডল ক্লাস মুক্তি পাক। নব্য দম্পতির জীবনের নতুন অধ্যায়টা ব্যাংক লোণের মাসিক কিস্তি বা ফেইসবুকের প্রোফাইল পিকচারের লাইক সংখ্যার উপর ভর করে নয় বরং একটু আর্থিক সচ্ছলতা নিয়ে শুরু করতে দিন।

.

সাধ্যের বাইরে খরচ করে, অতিরিক্ত শো অফ করে, জামাই-বউকে বিয়ের পরেরদিন বাটি হাতে রাস্তায় নামায় দিবেন না।

May 25, 2015

(<https://www.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10152734880576891>)

বিশজনরে বিশটা স্টোরি লিখতে দিলে, দুই-একটা স্টোরি হেব্বি ইন্টারেস্টিং হবে। একবার পড়লে আবারও পড়তেই ইচ্ছে করবে। তবে সবার গল্প কিন্তু সেইম লেভেলের ইন্টারেস্টিং হবে না। কারো কারো গল্পের শুরুটা খুবই চমৎকার হলেও, শেষের দিকে এসে তালগোল পাকিয়ে ফেলবে। বুঝাই যাবে যতটা অর্গানাইজডভাবে শুরু করেছিলো, ততটা কেয়ারনেস ধরে রাখতে পারে নাই। তবে ম্যাক্সিমাম লোকের গল্পের খাতাটাই ফাঁকা রয়ে যাবে।

.

আমাদের সবার জীবন এক একটা স্টোরি। এক একটা গল্প। যেই গল্পের লেখক আপনি নিজে। আপনার জীবনের এক একটা দিন, আপনার গল্পের খাতার এক একটা পাতা। সেই খাতার প্রতিটি পাতাতে গল্প লিখে ভরাট করার, পাতাটিকে উজ্জ্বল করে তোলার দায়িত্ব শুধু আপনারই। অন্য কারো নয়। আপনি কি প্রতিদিন আপনার জীবনের গল্প লিখছেন? প্রতিটি পাতাকে উজ্জ্বল করে তুলছেন? প্রতিটি পাতাকে উজ্জ্বল করে তোলার জন্য, প্রতিদিন কিছু সময় কি রাখছেন? নাকি দিনের পুরোটা সময় আপনার গার্লফ্রেন্ড, ফ্যামিলি মেম্বার, অফিসের কাজ, টিভি সিরিয়াল, ফুটবল-ক্রিকেট খেলোয়াড়দের দিয়ে দিচ্ছেন? নিজের জন্য, শুধু মাত্র আপনার জন্য, আপনার জীবনের স্টোরিটাকে ইন্টারেস্টিং করে তোলার জন্য, দুই ঘণ্টা সময়ও রাখছেন না? আপনার জীবনের গল্পের খাতার পাতাগুলা কি ফাঁকা ই রেখে দিতে চাচ্ছেন?

.

জীবনের গল্প লিখতে লিখতে মাঝপথে এসে গল্পটা ভালো না লাগলে, ইন্টারেস্টিং না হইলে, গল্পটা পাল্টে ফেলতে পারেন। নতুন নতুন টুইস্ট যোগ করতে পারেন। দরকার হইলে স্ক্রিপ্টটাই চেঞ্জ করে ফেলতে পারেন। পুরাণ গল্পের খাতা পাল্টে নতুন আরেকটা গল্পের খাতা নিতে পারেন। তবুও প্রতিদিন আপনার জীবনের গল্পটাকে চ্যালেঞ্জ করে করে সামনে এগিয়ে যেতে হবে। যেই পাতাটা লিখে ফেলছেন, যেই দিন চলে গেছে, সেটাকে হয়তো পাল্টাতে পারবেন না। তবে সামনের যে পাতা আসতেছে, যেই দিন আসতেছে, সেটার গল্প কি হবে, সেটা কতটুকু উজ্জ্বল হবে, তা ঠিক করার ক্ষমতা কিন্তু আপনার কাছে। কলম আপনার হাতে। আপনি যে রকম লিখতে চাইবেন, সামনের পাতার গল্পটা একজাক্টলি সে রকমই হবে। এইটা আপনার জীবনের গল্প, আপনার জীবন নিয়ে সিনেমা। এই গল্পের লেখক আপনি। এই সিনেমার হিরোও আপনি। গল্পটাকে ইন্টারেস্টিং করে সিনেমা হিট করতে পারেন একমাত্র আপনিই।  
(মেইন কনসেপ্ট চুরি করা)

May 20, 2015

(<https://www.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10152723447346891>)

ঢাকা শহরের যেকোনো ব্যস্ত রাস্তা ক্রস করতে গেলে সেরাম লেভেলের হেডম লাগে। ভো ভো করে, একটার পর একটা, বাস, ট্রাক রিক্সা ডাইনে-বামে কাইট মারে, দেখলে মনে হয় এক একটা আজরাইল প্যাঁ পো করে চলে যাচ্ছে। তারপরেও আমি-আপনি সবাই প্রতিদিন রাস্তা ক্রস করার এটেম্পট নেই। টেম্পুর হর্ন বা বাসের হেলপারের চিল্লানি শুনে পিছিয়ে গেলেও চেষ্টা করা বন্ধ করে দেই না। বাসায় ফেরত চলে যাই না। বরং যে জায়গায় দাড়িয়ে ছিলাম, তার একটু দুরেই, আমার-আপনার মত আরও দুই-চারজন যারা রাস্তা পার হবার ট্রাই করতেছিলো, তাদের কাছে চলে যাই। অল্প সময়ের মধ্যেই অপরিচিত চার-পাঁচজন মানুষের একটা গ্রুপ তৈরি হয়ে যায়। এদের কেউ কাউরে চিনে না। কিন্তু সবার একটাই টার্গেট, রাস্তা পার হতে হবে। তখন দেখা যায়, একজন সামনে, আরেকজন পিছনে এইভাবে পার হতে শুরু করলে, কান ঝালাপালা করে দিয়ে হর্ন বাজানো গাড়িগুলাও একটু স্লো হয়ে, রাস্তা ক্রস করার সুযোগ করে দেয়।

.

আপনি প্রোগ্রামার, ফটোগ্রাফার, ফ্যাশন ডিজাইনার, বিজনেস ওনার যা ই হতে চান না কোনো। আশেপাশের সবাই ভুভুজেলা বাজিয়ে আপনাকে ছিটকে ফেলে দিবে। আপনার স্বপ্নের রাস্তা থেকে। তবে হতাশ হয়ে বাসায় ফিরে যাওয়া যাবে না। দুই-চারবার নিজে নিজে ট্রাই করে সুবিধা করতে না পারলে। রাস্তা-ঘাটে, ভার্সিটিতে, যেকোন ছোট খাটো আড্ডা, ওয়ার্কশপ, কনফারেন্স বা গ্রুপ ডিসকাশনে আপনার মত একই পথের পথিকদের খুঁজে বের করতে হবে। অন্যরা আগ্রহ না দেখালেও, যেচে যেচে পিছে পিছে ঘুরতে হবে। চামে-চুমে খাতির করার চেষ্টা করতে হবে। হেল্প করতে না চাইলেও, দূর থেকে দেখতে হবে, কিভাবে করতেছে। তারপর সেটার মত করে করার চেষ্টা করতে হবে। ওদের দেখে দেখে, কপি মেরে করতে গেলেও এক চান্সে সব হয়ে যাবে না। তবুও চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। একই পথের পথিকদের নিয়ে একটা গ্রুপ তৈরি করতে হবে। বা অনেক অনেক খোঁজাখুঁজি করে একটা গ্রুপ খুঁজে বের করতে হবে। তখন দেখা যাবে রাস্তা পার হবার মতো করে, একজন সামনে, আরেকজন তাকে ফলো করে করে, কঠিন রাস্তা ঠিকই পার হয়ে যাবেন। কারণ, একের বোঝা দশের লাঠি।

.

গুলা-বিশেক ট্রাই করে করে খুব কাছের স্বপ্নটাকে ধরতে না পারলে, একটু এনালাইসিস করুন কেনো হচ্ছে না। অন্য কিভাবে ট্রাই করতে পারেন। রাস্তার সাইডে দাড়িয়ে একটু ভাবুন, দেখুন অন্যরা কিভাবে ক্রস করতেছে, কি কি বিকল্প উপায় আছে। একটু ভাবলে, আশেপাশে তাকালে, একটু দুরে দেখবেন, হা করে একটা ওভারব্রিজ তাকিয়ে আছে। হয়তো এক্সট্রা একটু হাটতে হবে, তবুও রাস্তা ক্রস করতে পারা তুলনামূলক সহজতর হবে। তাই, খুব কাছের স্বপ্নটা অধরা হয়ে উঠলে, বিকল্প পথে টাইম একটু বেশি লাগলেও, সফল হবার চান্স বেশি থাকে।

.

(নবনিযুক্ত প্রোডিউসারের প্রথম পরিবেশনা- উনি দোয়া প্রার্থী)

May 7, 2015

(<https://www.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10152699319966891>)

১. তোমার চুল কি সব সময় এমন ছোট থাকে? বড় চুল কখনই রাখো নাই?  
উত্তর: এইটা কমন পড়ছে। বানানো উত্তর দিলাম। ছোট বেলায় ছোট ছোট করে রাখতাম আর ইন্টারমেডিয়েট থেকে মিনি মিনি। এন্ড্রু ফ্লিনটপের এইরকম হেয়ার স্টাইল ছিলো। আসলে, আমার সেলুনে যাইতে, অপেক্ষা করতে বিরক্ত লাগতো। বার বার যাতে যাওয়া না লাগে, খুবই খুবই ছোট করতাম, যাতে ২ মাসে আর আসা না লাগে। অনেকেই নরসুন্দর রাজি হতো না। ওরা বলতো দেখতে খারাপ লাগবে। আমি বলতাম, সেটা দেখার কেউ নাই। বিলিভ ইট অর নট। সেলুনে সময় খাতা বা হ্যান্ড নোট নিয়ে যাইতাম। হাটুর উপর রেখে, চোখ কানা কানা করে পড়তাম। বিদেশ আসার পর, একবার সেলুনে গিয়ে, আর যাই না। নিজের চুল নিজে কাটি লাস্ট ৫ বছর। ভালো কাটিং না হইলেও আমার চলে যায়। আমি তো আর টাকলু প্রিন্স উইলিয়াম না।

.

২. কোক , ফানটা খাও? কি টাইপের ড্রিঙ্কস ভালো লাগে?  
উত্তর: না। আমি কোক খাওয়া ছেড়ে দিছি। চা কফি খাই না। কারণ চা কফি এক প্রকারের ডিপেন্ডেন্সি। এক দিন খাইলে, প্রতিদিন খাইতে হয়। না খাইলে চোখ মেলতে পারে না। কোন কাজে মন দিতে পারে না। তাই গত সাড়ে পাচ বছর এক কাপ ও চা কফি খাই নাই। এক চুমুকও না। তবে, গাজরের জুস, গ্রীন জুস, স্পিনাস জুস ভালো লাগে।

.

৩. তুমি কি সবসময় টি-শার্ট পরো?  
উত্তর: জ্বি। আমার শার্ট বা ফর্মাল ড্রেস পড়তে ভালো লাগে না। এইটা ভার্সিটি লাইফ থেকে। যে অংশ বলিনি, আমার জামা কাপড় ধুয়ার একটা প্রসেস ছিলো। যেটাকে আমি বলতাম, কিক থিওরি। এই প্রসেসে, টেবিল, বেড বা বারান্দায় পড়ে থাকা সব টি-শার্ট, প্যান্ট, নিয়ে বালতির মধ্যে ২/৩ টা সার্ফ এক্সেল মিনি প্যাক রেখে, এক-দেড় দিন পর বালতির মধ্যে আট-দশটা কিক দিতাম। এরপর ট্যাপের পানি ছেড়ে দিতাম। একটু পর বালতি কাত করে সব পানি ফেলে দিতাম। তখন জামা কাপড় ও পড়ে যেত। আবার পানি ছেড়ে দিয়ে, পা দিয়ে জামাকাপড় গুলা বালতির মধ্যে রাখতাম। এই প্রসেস তিন-চার করলে ধুয়ার কাজ হয়ে যেতো। শেষ স্টেপে, পানি না ছিপে, বারান্দায় তারের মধ্যে ঝুলায় দিতাম। পানিতো, এম্নিতেই ঝড়ে যাবে, ওমনিতেও ঝড়ে যাবে। কষ্ট করে ছিপার কি দরকার। এই প্রসেসে, শার্টের কলার পরিস্কার করার জন্য হাত দিয়ে ঘষতে হতো। সেটা করতে ইচ্ছে করতো না বলে, শার্ট পড়তে ভালো লাগতো না।

.

৪. তুমি মুভি দেখো? তোমার প্রিয় নায়ক কে?  
উত্তর: আমি সাধারণত বছরে দুইটা মুভি দেখি। যেটা বলিনি, আমি ফার্স্ট কম্পিউটার কিনার সময় ইচ্ছে করে এবং টাকা বাঁচাতে সিডি ড্রাইভ কিনি নাই, যাতে মুভি দেখা না লাগে। আর প্রিয় নায়ক খুঁজে পাচ্ছিলাম না তাই চুপ করে আছি।

.

৫.. তোমার কিছু শপিং করা লাগলে?  
উত্তর: আগে, অপু বা ফ্রেন্ডরা করে দিতো। আমার নেভি ব্লু বা ব্ল্যাক কালারের কিছু হইলেও হইলো। নিতান্ত দরকার হইলে, বছরে দুইবার যাই। কোন একটা ডিজাইনের টি-শার্ট পছন্দ হইলে, ঐটার যত কালার আছে সব নিয়া আসি। যেই উত্তর দেই নাই, কনফারেন্সে গেলে ফ্রি টি-শার্ট দিয়েই বছর চলে যায়। আমার এমনও আছে, একই ডিজাইন, একই কালারের তিনটা টি-শার্ট আছে।

এক্সট্রা-প্রশ্ন:. তোমার কি সব কিছুই বছরে দুইবার?  
উত্তর: আমি চুপ।

May 3, 2015

(<https://www.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10152692690186891>)

সবচেয়ে বেশি মিথ্যা বলে মিডল ক্লাস ফ্যামিলির আম্মুরা -

১. ক্ষিধা নাই   
২. পাতিলে এখনো ভাত আছে   
৩. জ্বর কমে যাচ্ছে, ডাক্তার ডাকা লাগবে না   
৪. আগের ঈদের শাড়িটা এখনো নতুনের মত আছে, নতুন কিনা লাগবে না

.

আম্মুদের এই মিথ্যাগুলি, ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা বিশ্বাস করে, ঘুমিয়ে পড়ে। আম্মুদের মিথ্যা বলার কারণ ছিলো, নিজে কষ্ট করে হইলেও, সন্তানদের জন্য সেক্রিফাইস করা। আর এই সব ছেলে মেয়েরা বড় হইলে, তারাও মিথ্যা বলা শুরু করে, তবে অন্যরকম মিথ্যা-

১. শম্পার বার্থডেতে সারপ্রাইজ দিতে সব ফ্রেন্ডরা আসবে (আসলে সেটিং করা আছে, যাবে অন্য খানে)  
২. চারটা বই কিনতে ৩৫০০ টাকা লাগবে (আসলে গার্লফ্রেন্ডের জন্য গিফট কিনবে)  
৩. রেজাল্ট খুব ভালো হইছে (পাঁচটার মধ্যে তিনটাতে ফেল)  
৪. ল্যাপটপে কাজ করতেছি (কিসব জিনিস দেখে - পাবলিকলি বলা যাচ্ছে না)

.

এর চাইতে ভয়ংকর মিথ্যা হচ্ছে, যে মিথ্যাটা নিজের সাথে নিজে বলে -

১. এই সপ্তাহ যাক পরের সপ্তাহে শুরু করলেই শেষ হয়ে যাবে   
২. একবার দুইবার খাইলে কিচ্ছু হয় না। আমি তো নেশা করতেছি না   
৩. আর পাঁচ মিনিট পরেই ফেইসবুক থেকে বের হয়ে যাবো   
৪. পাশ করে বের হইলে, চাকরির অভাব হবে না

## April 25, 2015

## পাত্রী খোঁজার ১৮+ টিপস (<https://www.facebook.com/notes/jhankar-mahbub/%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80-%E0%A6%96%E0%A7%8B%E0%A6%81%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A7%A7%E0%A7%AE-%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%AA%E0%A6%B8/10153244471622359>)

১. **বিয়ে করা আর মরার পারফেক্ট টাইম কেউ কোনদিনও পাবে না**। আপনি যেদিন বিয়ে করতে রেডি, চাইলেই তৎক্ষণাৎ পাত্রী পাবেন না। গ্যারান্টি। বিদেশ থেকে পাত্রী খুঁজতে চাইলে, মোটামুটি দুই থেকে আড়াই বছর সময় লাগে।   (<https://www.facebook.com/notes/10153244471622359/>)

২. **কবুল বলার আগ পর্যন্ত কোন গ্যারান্টি নাই**। বিমানে উঠার আগে জানবেন, সব ঠিকঠাক। বিমান থেকে নামার পরে শুনবেন, উনি প্রিয়জনের সাথে পালিয়ে গেছেন।

৩. **কবুল বলার পরেও কোন গ্যারান্টি নাই**। ওমুকের বিয়ের অতদিন পরে হেনো হয়েছে, তেনো হয়েছে। এসব শুনে মন খারাপ বা ভয় পাবার কিচ্ছু নাই। মাঝে মধ্যে রোড এক্সিডেন্ট হয়ে বলে কি - মাইনসে বাসে উঠবে না?

৪. **পারফেক্ট পাত্রী বলতে কেউ নাই**। আপনি নিজে যেমন পারফেক্ট না, দুনিয়ার অন্যরাও তেমন পারফেক্ট না।

৫. কারো **ফিজিক্যাল এপিয়ারেন্স** (উচ্চতা, গায়ের রং, বাপের টাকা, দেশের বাড়ি) নিয়ে চিন্তার পাশাপাশি তার ইমোশন, ইন্টারাকশন, কোঅপারেশন আপনার সাথে মিলায় দেখবেন। গায়ের চামড়ার চাইতে ভিতরের মানুষটাকে বুঝা এক হাজারগুন বেশি ইম্পরট্যান্ট।

৬. বায়ো ডাটার সাথে যে পিকচার দেয়, সেটা কত দিন আগের তোলা খেয়াল করতে হবে। হয়তো দেখা যাবে, **তিন বছর আগের পিকচার** দিছে। তখন ছেলের মাথায় চুল ছিলো এখন আবুল হায়াতের ছোট ভাই হয়ে গেছে। ঝকঝকে প্রোফাইল পিকচার না দেখে ৪-৫ জনের গ্রুপ পিকচার দেখেন, যেটা অন্য কেউ আপলোড করছে।

৭. কোন **কাপলের প্রোফাইল পিকচার যত হট হবে, সুখী হবার চান্স তত কম হবে**। সেজন্যই, সেলিব্রেটি ম্যারিজ তেমন টিকে না।

৮. ৩০ বছর বয়সের কাছাকাছি সময়ে বিয়ে করে ফেলা উচিত। নইলে **বিয়ের আসল মজা** পাবেন না। আর বাচ্চা-কাচ্চা মানুষ করার আগেই ওপারের ডাক চলে আসবে।

৯.  আপনাকে বুঝতে হবে। আপনি কি **লাইফ পার্টনার** চাচ্ছেন, নাকি আপনার**বস চাচ্ছেন**, নাকি রান্না-বান্না বাচ্চা-কাচ্চা দেখাশুনা করবে এমন কাউকে চাচ্ছেন।

১০. পিকচার সহ বিয়ের বায়োডাটা একটা ইমেইল ড্রাফট করে রাখবেন যাতে সাথে সাথে ফরওয়ার্ড করা যায়। যাদেরকে বায়োডাটা দিছেন তাদেরকে মাঝে মধ্যে খোঁচা দিয়ে আপডেট নিবেন। সবাই একটা বায়ো ডাটা দেয়ার পরে চুপ হয়ে যাবে। তখন, সৌখিন ঘটক, আন্টি বা প্রফেশনাল ঘটক ধরতে যাবেন।

১১. ফেইসবুকে যাদের দেখবেন, তাদের **ম্যাক্সিমামেরই আংটা লাগানো**। তবে খুব বেশি ইচ্ছা হইলে, মিউচুয়াল ফ্রেন্ডদের কাছ থেকে ইনফরমেশন জোগাড় করে তারপরে নক দিবেন।

১২. না বলা অনেক কঠিন। তারপরেও আপনি অগ্রসর হতে না চাইলে। সরাসরি না করে দেন। পরে যোগাযোগ করবো বলে চুপ করে থাকা অনেক খারাপ। আরেকটা খারাপ হচ্ছে, আল্লাহ-খোদার দোহাই দেয়া। বায়োডাটা দেখে ভালো করে ভেবে নিন, কথা বলতে চান কিনা। এই স্টেজে না করা ইজি। তবে কথা বলার পরেও ভালো না লাগলে সেটা সরাসরি বলে দেন। কেনো ভালো লাগেনি, সেটা বলে দিলে ভালো হয়।  .

১৩. ফোনে কথা বলার সময়, দেখবেন ইন্টারাকশন লাইভলি হচ্ছে কিনা। গল্প এক ঘন্টা চালিয়ে নেয়া যাচ্ছে কিনা। সেটা করতে না পারলে, সংসার ইন্টার‍্যাক্টিভ হবার চান্স কম। তবে প্রথম দুই-একবার কথা বলার সময় ভদ্রতা বা লজ্জাবশত একটু স্লো হতে পারে।

১৪. স্কাইপে মাস্ট কথা বলে নিবেন। তবে আমার মতে,**অন্তত একবার সামনা সামনি না দেখে** কথা চূড়ান্ত করা ঠিক না। অল্টারনেটিভ হিসেবে আপনার বাসার লোকজন আগে থেকে দেখে রাখতে পারে। তারপরেও, আপনার বিয়ে, আপনি সরাসরি দেখা উচিত।

১৫. আগে থেকে ফ্যামিলি লেভেলে দেখাশুনা কথা-বার্তা অলমোস্ট ফাইনাল করে না রাখলে, ২০-২৫ দিনের জন্য দেশে গিয়ে কিছুই করতে পারবেন না। আর মনে রাখবেন চাইলে **বছরে দুইবার দেশে যেতে পারবেন না**। সো, একবার মিস হইলে একবছর পিছায় যাবেন। এত কিছু ঝামেলা মনে হইলে, সময় থাকতে প্রেম করেন।

১৬. প্রবাসী অনেক ভালো ভালো পাত্রী আছে। সবাই বিদেশী বয়ফ্রেন্ড নিয়ে নাচানাচি করে না। তবে ABCD (American Born Confused Desi) বিয়ে করতে চাইলে, একটু খেয়াল রাখবেন -ওরা অনেকেই বাংলায় ফ্লুয়েন্ট না, দেশে ঘনঘন যেতে চায় না, ক্রিকেট খেলা তেমন ফিল করে না, ঝগড়াঝাঁটি ইংলিশে করতে চায়। আসলে কে কই আছে সেটা ব্যাপার না। ব্যাপার হচ্ছে,**কে কতটুকু ওপেন মাইন্ডেড** কোওপারেটিভ আর কতটুকু এডজাস্ট করে নিতে চায়।

১৭. **সেক্স ফ্যামিলি লাইফের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস না**। এমনকি সংসারে গুরুত্বপূর্ণ টপ ফাইভ জিনিসের মধ্যে সেক্স পড়ে কিনা সন্দেহ। কারণ একজন মানুষের সাথে সারাদিন অনেক অনেক কিছু নিয়ে আলোচনা, পরিকল্পনা, ঘুরাফেরা, আড্ডা, খাওয়া দাওয়া করেই ম্যাক্সিমাম টাইম স্পেন্ড করবেন।

১৮. একেবারে ফাইনাল ডিসিশন নেয়ার আগে খুব ভালো ভাবে ভেবে দেখবেন। উনি কি সেই জন যার সাথে আপনি সারা জীবন কাটাতে চান। উনি কি সেই জন যার চোখের পানি আপনার সার্টের কলার দিয়ে মুছে দিতে পারবেন। উনি কি সেই জন যার কষ্ট মাখা দিনের দীর্ঘ নিশ্বাসে আপনার বুক ছিঁড়ে যাবে, তবুও **আঁকড়ে ধরে রাখবেন**। উনি কি সেইজন যার সাথে বৃষ্টিতে ভিজে এসে পাশে বসে এক কাপ কপি ভাগ করে খেতে চাইবেন।

১৯. বিয়ের সময় **আজাইরা খরচ** করে পরের দিন জামাই-বউ বাটি হাতে রাস্তায় নামার অবস্থা করা থেকে বিরত থাকুন।

April 17, 2015

(<https://www.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10152660411116891>)

শাড়ি পড়লে, বডির শেইপ বা কোনাকানি দেখালে মেয়েরা যৌন নিপীড়নের শিকার হয়। সো, আজকে থেকে মেয়েরা আপাদমস্তক ঢেকে বের হবে। সমস্যা ফিনিশ। কিন্তু আজকে পহেলা বৈশাখের যেই ভিডিও দেখা গেছে, তাতে মনে হয়নি, খোলামেলা পোশাকের কারণে কেউ নির্যাতনের শিকার হইছেন। বরং ইচ্ছে করে, কয়েকজন প্ল্যান করে, ভিড়ের মধ্যে গায়ে হাত দিয়ে শালীন পোশাক ছিঁড়ে, হায়েনার মতো পাশবিক হয়ে উঠেছে। তাইলে, শালীন পোশাক সমাধান না। সমাধান হইছে, ঔ সময়ে ঐখানে যাওয়া যাবে না। সো, আজকে থেকে মেয়দের বাসা থেকে বের হওয়া বন্ধ।

.

ব্যস, এখন আর কেউ আঙ্গুল তুলে বলবে না, মহিলা সীটে বসছেন কেন। টিভিতে আর কোন ফিমেইল নিউজ প্রেজেন্টার থাকবে না। ব্যাঙ্কের অর্ধেক কাউন্টারে থেকে টাকা দেয়া বন্ধ হয়ে যাবে। হাসপাতালে মহিলা ডাক্তার ধর্ষণের শিকার হবে না। স্কুলের মেম আর পড়াতে আসবে না। ছেলেপুলে সহজেই ভিকারুন্নেসাতে চান্স পাবে। তার চাইতেও ইম্পর্টান্ট বর্তমান প্রধানমন্ত্রী, বিরোধী দলীয় নেত্রীকে বাদ দিয়ে, এরশাদ কাকুকে প্রধানমন্ত্রী করা হবে। ছেলেদের প্রতি বিশেষ দুর্বলতা আছে এমন একজনকে জেল থেকে বের করে, জাতীয় সংসদের স্পীকার বানানো হবে।

.

কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, আমাদের মা বা বোনেরা রাস্তার চাইতে বাসায় বেশি যৌন নিপীড়নের, ধর্ষণের শিকার হয়। এ দেখি, মহা বিপদ। রাস্তায়ও রাখা যাবে না, বাসায়ও রাখা যাবে না। তাইলে কি করবো? ওদেরকে ওদের দেশের বাইরে পাঠিয়ে দেয়া হোক? নারী মুক্ত বাংলাদেশ গড়ে তোলা হবে। মেয়ে নাই, মহিলা নাই, ঝামেলা নাই। নিজেদের রান্না-বান্না নিজেরাই করবো। নিজেদের বাচ্চা-কাচ্চা নিজেরাই পালবো। ওয়েট, বউ না থাকলে বাচ্চা আসবে কই থেকে? সমস্যা নাই, চায়না থেকে পাইকারি রেটে বাচ্চা আনা হবে। সেগুলা কাওরান বাজারে কেজি দরে বিক্রি করা হবে। সেই পাইকারি রেটের ছেলেগুলা, রাস্তাঘাটে ভিড়ের মধ্যে মেয়েদের গায়ে হাত দিতে চাইবে। দেশে তো আর কোন মেয়ে না থাকবে না, তাই প্লাস্টিকের ছেলেগুলার স্বভাব কন্ট্রোল করতে না পেরে, ভিড়ের মধ্যে অন্য ছেলেদের জিনিস নিয়ে টানাটানি করবে। তবে ভুল করেও হাল্ক টাইপের কারো জিনিসে হাত দিবে না। কারণ জানে, হাল্কের জিনিসে হাত দিলে, হাল্ক খেচাক করে যে হাত দিছে তার জিনিসটাই কেটে দিবে।

.

বেশি লাগবে না, গুলা দশেক আপু হাল্ক হয়ে উঠলেই, কেজি দরের ছেলেরা অন্যের জিনিসেতো হাত দিবেই না বরং নিজের জিনিস সামলে রাখবে।

March 29, 2015

(<https://www.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10152622533781891>)

আপনার ক্লাসের সবচেয়ে স্মার্ট কে? দশ বছর পরে কে সবচেয়ে বেশি উপরের পজিশনে যাবে বা কার স্যালারি সবচেয়ে বেশি হবে?

--

যার জিপিএ সবচয়ে বেশি?

--

না, সে না। বরং অন্য কেউ।   
তাইলে, আপনার জিপিএ কম হইলে টেনশন করার কি আছে? বরং ক্লাসের যে সবচেয়ে ভালো পজিশনে যাবে বলে হয়, তার মতো হবার চেষ্টা করেন। সিম্পল হিসাব।

March 29, 2015

(<https://www.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10152621201561891>)

আসুন, একটু বিজ্ঞান কপচাই -

মহাকর্ষ সূত্র: "এই মহাবিশ্বের প্রতিটি ছেলেমেয়ে একে অপরকে নিজ দিকে আকর্ষণ করে এবং এই আকর্ষণ বলের মান বস্তু কণাদ্বয়ের কিউটনেস/হটনেসের গুণ ফলের সমানুপাতিক, ইন্টারনেটের ডাটা প্ল্যান না থাকার বর্গের ব্যাস্তানুপাতিক এবং এই বল বস্তুদ্দ্বয়ের কেন্দ্র সংযোজক সরলরেখা বরাবর (আস্তাগফিরুল্লাহ) ক্রিয়া করে"

---

গতির সূত্র:  
প্রথম সূত্র: "বাহ্যিক কোন বল প্রয়োগ না করলে সিঙ্গেল ছেলে চিরকালই সিঙ্গেল এবং লুইচ্চা ছেলে সুষম গতিতে একটার পর একটা উইকেট ফালাতেই থাকবে"।   
.

দ্বিতীয় সূত্র: "কারো ছ্যাঁকা খাওয়ার হার তার পকেটের দৈন্যদশার সমানুপাতিক এবং টাকা/গিফট যে দিকে ক্রিয়া করে প্রেমিকার ভরবেগের পরিবর্তন সেদিকেই ঘটে"।  
.

তৃতীয় সূত্র: "বিয়ের আগে আনপ্রোটেক্টেড সেক্স করার সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া রয়েছে"৷

March 22, 2015

(<https://www.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10152609033741891>)

আরব দেশে এক ব্যবসায়ী ঠিক করে রেখেছিলেন, তার সর্বমোট সম্পদের

১/২ অংশ ছেলে পাবে   
১/৩ অংশ স্ত্রী পাবে   
১/৯ অংশ পালক সন্তান পাবে

শেষ বয়সে ভদ্রলোক ব্যবসায় প্রচন্ড লস খেয়ে মৃত্যুর সময় ১৭ টি উট ছাড়া আর কিছুই রেখে যেতে পারেন নি। তার মৃত্যুর পর সম্পদের ভাগ নিয়ে দিন রাত মারামারি কাটাকাটি। ১৭ উটের অর্ধেক, তিন ভাগের এক ভাগ বা নয় ভাগ কোনভাবেই বের করা যায় না।

---

এদের মারামারি দেখে পাশের বাড়ির এক বৃদ্ধ মহিলা বললো, দিন রাত ঝগড়াঝাটি করিস না। আমার একটা মাত্র উট আছে, এইটাও তোরা নিয়ে শান্তিতে থাক।

---

ওই উট পেয়ে, সর্বমোট উট হয়ে গেলো ১৮ টি। এই ১৮ টি থেকে -

১/২ অংশ হিসেবে, ৯ টি উট নিয়ে গেলো ছেলে   
১/৩ অংশ হিসেবে, ৬ টি উট নিয়ে গেলো স্ত্রী   
১/৯ অংশ হিসেবে, ২ টি উট নিয়ে গেলো পালক সন্তান

বাকি থাকলো একটা উট। এইটা কি করবে? ঐ যে বৃদ্ধ মহিলা যে একটা উট দিছিলো তাকে সেটা ফেরৎ দেয়া হলো।

---

এখান থেকে আমরা কি শিখলাম?

আমরা শিখলাম: আপনার একটু সময়, একটু চেষ্টা, একটা ভালো কথা, অল্প সময়ের কষ্ট, কয়েকদিনের জন্য টাকা ধার অন্যের জীবনটাকেই পাল্টে দিতে পারে।

আরো শিখলাম: কারো কাছ থেকে উপকার পাইলে, সেই উপকার ফেরৎ দিতে হয়।

এছাড়াও শিখলাম: কাউকে উপকার করা মানে, উপকার ইনভেস্ট করা। একদিন না একদিন কেউ না কেউ আপনাকে সেই উপকার রিটার্ন দিবে।

---

শেষ কথা: আসুন আমরা সবাই প্রতিদিন অন্তত একটা করে উপকার ইনভেস্ট করি।

March 21, 2015

(<https://www.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10152605844606891>)

চোট্টামি, জোর জবরদস্তি, দুই নাম্বারি অনেক হয়, ভবিষ্যতে হবে জেনেও সঠিক পথে লড়াই চালায় যেতে হবে। মুলতান টেস্টে, মাটি থেকে বল কুড়িয়ে অলক কাপালিকে আউট করে আমাদের স্বপ্নের প্রথম টেস্ট জয় ঠেকিয়ে দিছিলো, রশিদ লতিফ চোর। তারমানে এই নয় যে, আমদের টেস্ট জয় চিরকালের জন্য বন্ধ হয়ে গেছিলো। আমরা চেষ্টা সাধনা করেছি, একটানা সবচেয়ে বেশি টেস্ট হারার রেকর্ড করেও জয় ঠিকই পেয়েছি। হয়তো যখন পাওয়া উচিত ছিলো তখন পাইনি কিন্তু আজীবনের জন্য আটকে রাখতে পারেনি। এইবার কোয়াটার ফাইনাল থেকে ফিরে যেতে হইছে, নেক্সট টাইম যাতে দশটা ভুল ডিসিশান দিলেও আমাদের হারাতে না পারে, সেই কোয়ালিফিকেশন নিয়ে আসতে হবে।

---

এক মাশরাফি খুড়িয়ে খুড়িয়ে হাটে আর দৌড় দিয়ে বল করে। এই মাশরাফি হয়তো নেক্সট ওয়ার্ল্ড কাপে থাকবে না। তার রিপ্লেসমেন্ট হিসেবে পাঁচজন বোলার কি লাইনে আছে? না একজনও নাই। মাহমুদুল্লাহ, মুশফিক, সাকিব, তামিমের উত্তরসূরি সময় মতো তৈরী না হইলে, বিকেএসপি ছাড়া ভালো কোন স্পোর্টস ইনস্টিটিউট ডেভেলপ করতে না পারলে, রুট লেভেলে কোচিং, কোচদের ট্রেনিং, মাসে মাসে জেলায় জেলায় ক্যাম্পিং না করলে, কমেন্টেটর - আম্পায়ার ট্রেনিং না দিলে, আমাদের দৌড় কোয়াটার ফাইনাল পর্যন্তই থেকে যাবে।

---

লং টার্ম টার্গেট সেট করে এমন একটা রাস্তা তৈরী করতে হবে যাতে একটা দশ বছরের বাচ্চা রাত্রে ঘুমনোর আগে ভাব সম্প্রসারণ লেখার উপায় নিয়ে ঘুম হারাম না করে চিন্তা করে, কালকে কত রান করবে আর কয়টা উইকেট নিবে, কোন জায়গায় বল ফেল্লে, রাফানকে আউট করতে পারবে। একটা বাচ্চার বাবা-মার জন্য পরীক্ষার নম্বরের চাইতে রানের সংখ্যা বেশি মিনিংফুল হইলে দুই দশকে ওয়ার্ল্ড কাপ জিতা কোন ব্যাপারই না।

March 8, 2015

(<https://www.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10152580959431891>)

ট্রুথ এন্ড টিপস এবাউট আম্রিকা - ৫

১. কোন বাঙালি বাসায় ৬ টায় দাওয়াত থাকলে আমরা সাড়ে সাতটা কি আটটায় সেখানে যাই। কারণ হিসেবে বলি, বাচ্চা রেডি হইতে, খাইতে সময় লাগছে, ব্লা ব্লা ব্লা। আর যদি কোন আম্রিকান বাসায় ৬ তে দাওয়াত থাকলে, আন্ডা-বাচ্চা বউ সহ ঠিকই ৬টা বাজার ১০ মিনিট আগে হাজির। কি অদ্ভুত!!

২. সাধারণত দোকানগুলিতে দামাদামি করা যায় না বা কেউ করে না। যা দাম লিখা আছে তাই দিয়ে কিনে ফেলে। তবে ভারতীয়, পাকিস্তানি বা চাইনিজ দোকানে দেশী স্টাইলে দামাদামি চলে, দেদারসে।

৩. আমরা বাসায় মশলা দিয়ে, মাছ, মাংস, তরকারী যাই রান্না করি না কেনো, সেই মশলার গন্ধ আমাদের জামা কাপড়ে লেগে থাকে। সেটা আমরা টের পাইনা কিন্তু আম্রিকানরা ঠিকই টের পায় এবং চরম বিদঘুটে সেই গন্ধ। আর সেন্ট মারলে, মাছের গন্ধ- সেন্টের সাথে মিশে আরো অদ্ভুত একটা বাজে গন্ধ হয়।   
.  
গ্যাস:  
.  
৪. পেট্রোলরে এইদেশে বলে, "গ্যাস"। তবে, এই গ্যাস মানে গ্যাসীয় বা বায়বীয় কোন জিনিস কিংবা আমাদের দেশের সিএনজি না। এই গ্যাস হচ্ছে, গ্যাসোলিন এর সংক্ষিপ্ত রূপ। তাই পেট্রোল পাম্পরে বলে গ্যাস স্টেশন। গ্যাস স্টেশন, পেট্রোল ডিজেল পাইলেও কোন গ্যাস পাওয়া যায় না।

৫. গ্যাস স্টেশনে, এক গ্যালন পেট্রোলের চাইতে এক গ্যালন পানির বা কোকের দাম বেশি।

৬. গ্যাস স্টেশনের বাইরে গ্যাসের যে দাম বড় করে লেখা আছে, সেটা বিশ্বাস করার কোন কারণ নাই। কারণ, নিচে ছোট্ট করে লেখা থাকে, "উইথ কার ওয়াশ"। তারমানে, আপনি পেট্রোল কিনার সাথে সাথে গাড়ি ধুইলে (গাড়ি ধোয়ার জন্য টাকা দিলে), গ্যাসের দামে একটু ছাড় পাবেন। আর গ্যাসের দামের সাথে ট্যাক্স কত সেটা বলা থাকে না। পরে কিন্তু ট্যাক্সও যোগ করে দিবে।   
.  
৭. গ্যাসের দাম, প্রতি গ্যালনে ৫ সেন্ট কম পাবার আশায়, আমরা দুই - তিন মাইল দুরের গ্যাস স্টেশনে যাই। ধরেন, আপনি ম্যাক্সিমাম বিশ গ্যালন তেল নিয়ে, ২০x ৫ = ১০০ সেন্ট বা ১ ডলার সেইভ করতে গিয়ে, যাইতে আসতে যে সময় লাগছে এবং গাড়ির তেল যতটুকু পোড়াইছেন, তাতে আলটিমেটলি লাভ হয় না।

৮. গ্যাস নেয়া শেষ করার সময় এমন আসতে আসতে করে গ্যাস নেয়া শেষ করি, যাতে $২০.০০ এর সমান সমান খরচ হয়। কোন কারণে $২০.০১ যাতে না হয়ে যায়। এমন একটা ভাব যে, এক সেন্টের গ্যাস বেশি নিলে, দুনিয়া উল্টে যাবে।   
.  
কুসংস্কার   
.  
৯. কোন কাজে বা কোন কিছুতে কনফিডেন্স কম থাকলে, ভালো ফলাফল আশা করার জন্য বাঙালিরা যেমন, মান্নত করে, দুয়া দুরুদ পড়ে, তেমনি, আম্রিকানরা কাঠে আঙ্গুল দিয়ে ঠক ঠক করে বলবে, "নক দ্যা উড"। আশে পাশে কাঠ না থাকলে, মুখে বলবে, "নক দ্যা উড"। যেমন, একজন যদি বলে, আজকে বাংলাদেশ খেলায় জিতবে। সত্যি সত্যিই তাই জেনো হয়, সেই আশায় পাশের জন বলবে, "নক দ্যা উড"। আর সেটা করার পর, শাহাদাত আঙ্গুলের উপরে মাঝখানের আঙ্গুল রেখে বলবে, "ফিঙ্গার ক্রসড" দুই আঙ্গুল ক্রস করলেই, গুড লাক পাবে।

১০. কোন একজন অভিজ্ঞ খেলোয়াড়, নতুন কারো কাছে হেরে গেলে, গাল ভর্তি হাসি দিয়ে বলবে, "বিগিনার্স লাক"

১১. বার্থডে কেক এর উপর যত মোমবাতি আছে, সবগুলা এক ফু দিয়ে নিভাতে না পারলে অমঙ্গল হয়।

১২. ধরেন আপনি বলছেন, আজকে বাংলাদেশ জিতবে। পরে দেখা গেলো, বাংলাদেশ জিতলো না, তখন বলবে, আপনি জিন্ক্স করছেন।

January 22, 2015

(<https://www.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10152498837871891>)

ছোটবেলার নিয়মগুলো, আই মিস ইউ :

১. বরই বা তরমুজের বিচি গিলে ফেল্লে পেটের মধ্যে গাছ হবে। সেই গাছের ডালপালা গজিয়ে মাথার উপর দিয়ে বের হবে   
২. গলার মধ্যে মাছের কাটা আটকে গেলে, বিড়ালের পা ধরে মাফ চাইলে, গলার কাটা নেমে যাবে   
৩. টিভির খুব কাছ থেকে টিভি দেখলে চোখ নষ্ট হয়ে যাবে   
৪. অন্য বাচ্চার গায়ে থুতু মারলে, তার গায়ের রোগ তোমার গায়ে চলে আসবে  
.  
.  
৫. আচার, কটকটি খাইলে, দাতে পোকা হয়। বেশি আইসক্রিম খাইলে গলা ব্যথা হয়   
৬. আইসক্রীম ওয়ালার আইসক্রীম শেষ হয়ে গেলে ঘন্টি বাজায়   
৭. বাচ্চা মানুষ চা বেশি খাইলে, অল্প বয়সে দাত পড়ে যায়   
৮. দুধ খাওয়ার পরে, আনারস খাইলে, মানুষ মরে যায়   
.  
.  
৯. ভাত খাওয়ার পর গোসল করলে পেটে কুকুরের বাচ্চা হয়   
১০. ভাত খেয়ে উঠার পর, মোড়ামুড়ি দিলে, পেটের ভাত, কুকুরের পেটে চলে যায়  
১১. বিজোড় শালিক দেখলে ক্লাসে মাইর খাবে বা রাস্তায় কালো বিড়াল দেখলে যাত্রা অশুভ হবে   
১২. আব্বুর মাথার পিছনে কিন্তু দুইটা চোখ আছে। দুষ্টামি করলে ধরে ফেলবে   
.  
.   
১৩. দুষ্টামি করলে তোমাকে দাওয়াতে নেয়া হবে না। অথবা বেশি দুষ্টামি করলে বাইরে রেখে সবাই চলে যাবে।   
১৪. এরা তোমার আসল বাবা-মা না। তোকে ব্রীজের তলা থেকে কুড়িয়ে পাইছে বা পালক আনছে।   
১৫. ঠিক মত সবকিছু না খেলে, বাসার পিছনে বড় কালো একটা ভাল্লুক আছে। সে এসে তোমাকে খেয়ে ফেলবে।   
১৬. আমি যখন তোমার বয়সে ছিলাম। সবকিছু নিজে নিজে করতাম   
.  
.  
১৭. স্কুল পাশ করে কলেজে গেলে, তুমি পুরাপুরি স্বাধীন। ইচ্ছে মতো সব করতে পারবা   
১৮. ভেজা চুলে বাইরে গেলে, ঠান্ডা লেগে যাবে বা চুলে জট পেকে যাবে   
১৯. রাতের বেলায় নখ কাটা যাবে না   
২০. আঙ্গুলে মটকা ফুটালে, আঙ্গুল ব্যাকত্যাড়া হয়ে যাবে। পরে ভাত খাইতে গেলে আঙ্গুলের মধ্যে দিয়ে ভাত পড়ে যাবে  
.  
.  
২১. রাতে ঘুমানোর আগে এক গ্লাস দুধ খাইলে, দ্রুত বড় হবা   
২২. এইতো চলে আসছি। আর পাচ মিনিট পরেই বাসায় পৌছে যাবো। যদিও এখনও কুমিল্লা বিশ্ব রোডে   
২৩. পরীক্ষার দিন সকালে, ডিম খাওয়া যাবে না। তাইলে পরীক্ষায় ডিম পাবা   
২৪. তোর্ আব্বু বাজারে যাওয়ার আগে সব মাংস বিক্রি হয়ে গেছে, পরের বার ইয়া বড় একটা গরুর মাংস আনতে বলবো। আজকে রাত্রে খাও   
.  
.  
২৫. ডাল-ভাত বেহেস্তি খাবার। ডাল না খাইলে বেহেস্তে যায় না।   
২৬. রাতের বেলায়, চকলেটের দোকান বন্ধ হয়ে গেছে। সকালে কিনে দিবো   
২৭. আরে না, ইনজেকশনে ব্যথা লাগে না। একটু পিপড়া এর কামড়ের মতো   
২৮. (আম্মু বলতো) আমার কথা না শুনলে, তোমাদেরকে ফেলে দুই চোখ যেদিকে যায়, সেদিকে চলে যাবো   
.  
.  
২৯. টিভির ভিতরে আসলেই ছোট ছোট কয়েকজন মানুষ আছে। তারা সব নাটক সিনেমা করে।  
৩০. নতুন কচকচে টাকার নোট্ জমা করে রাখলে, একটা থেকে দুইটা হবে   
৩১. পাশের বাসার রাব্বি প্রতিদিন ১৮ ঘন্টা পড়ালেখা করে   
৩২. টিভির এন্টেনা উত্তর কোনা বরাবর কাত করলে, DD-১ চ্যানেল পরিস্কার আসবে   
.  
.  
৩৩. আম্মুর হাত থেকে ভাত এক বার খাইলে পানিতে পড়ে যাবা। দুই বার খাইতে হয়।   
৩৪. এইটা আমার বড় আপুর স্পেশাল। এইটা হচ্ছে, পেট ব্যথার ট্যাবলেট। যদি সত্যিকারের পেট ব্যথা না থাকে, এই ট্যাবলেট খাইলে সত্যি সত্যি পেট ব্যথা হবে  
৩৫. রুই মাছের মাথা খাইলে, বুদ্ধি বাড়ে। (কাটার ভয়ে আমি খাইতাম না)  
৩৬. পোকা খাওয়া আম খাইলে সাতার শিখতে পারবে। (আমার কাজিন আমারে বোকা বানাইছিলো)  
.  
.  
৩৭. পাগলা কুকুর কামড় দিলে, যদি জলাতঙ্কের ইনজেকশন না দেয়, তাইলে পেটে ছয়টা কুকুকের বাচ্চা হবে  
৩৯. কারো মাথার সাথে একবার ঠুসা খাইলে শিং গজাবে। তাই দুইবার ঠুসা খাইতে হয়   
৪০. যে রংয়ের প্রজাপতি আপনার হাতে বসবে, নেক্সট ঈদে ওই কালারের জামা পাবেন   
.  
.  
আর সবচেয়ে বড় মিথ্যা আশ্বাস ছিলো  
.   
৩৮. টপ ভার্সিটিতে চান্স পাইলেই, জীবনে সফল হয়ে যাবা, আর কিচ্ছু চিন্তা করা লাগবে না

January 19, 2015

(<https://www.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10152493387866891>)

লেবু হইছে একটা  
কিন্তু খাইতে চায় দুইজন   
সেটা সমস্যা না।   
সমস্যা হচ্ছে,   
দুইজনেই গোটা লেবুটা গিল্লা খাইতে চায়।   
একা একা খাইতে চায়   
এক্ষুনি খাইতে চায়   
একটু দেরীও সহ্য হয় না।   
এক টুকরাও ছাড় দিতে চায় না।   
তাই নিয়ে কাড়াকাড়ি, গালাগালি, মারামারি   
দুইজনের চাপাচাপিতে,   
লেবুর ১২ টা বেজে  
রস বের হয়ে, তিতা হয়ে গেছে  
.  
.  
এই দেখে, লেবুর ভিতরের নিরাপরাধ কোষগুলোর প্রশ্ন-  
আর কত রস বের করে,   
কত কোষ আগুনে পুড়ে কয়লা হইলে   
গনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হবে?  
.  
.  
বাসের গ্লাসগুলো আটকে বসলেও   
আগে ডিল ছুড়ে কাচ ভাঙ্গে   
তারপর পেট্রোল বোমা মারে,   
এরা মানুষ না, হিংস্র   
জীবন্ত মানুষকে, কয়লা বানাচ্ছে  
পুলিশ দাড়িয়ে দাড়িয়ে দেখছে   
আর তখন জ্ঞানীরা বুদ্ধি বের করতেছে   
ম্যাসেঞ্জার ব্লক করলে, নাশকতা বন্ধ হবে   
.  
.  
লেবুর কোষগুলি আর্তনাদ করে বলে -   
হয় ম্যানেজ, নয় সমঝোতা কর   
নাইলে মসনদ ছাড়   
যেভাবেই হোক, আমাগোরে চিপা বন্ধ কর   
.  
.  
হতাশায়, নির্বাক লেবুর কোষগুলা ভাবে,   
হায় আল্লাহ,   
কেনো যে, লেবু বানাইয়া পাঠাইলা

January 6, 2015

(<https://www.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10152469297806891>)

সবার শৈশবে, সব এলাকায়, একজন পাতি লিডার থাকে। কাউরে লাইনে আনতে হলে, মোটিভেট বা ধমক বা চড়-থাপ্পর কিংবা পিটানো সব কিছুতেই উনারা সমানভাবে পারদর্শী। দশ- পনেরো পোলাপানের একটা টিম দিয়ে ভালো, মন্দ, আধা-মন্দ, হেনো কোন কাজ নেই করে ফেলতে পারেন। আমার এলাকায় এমন লিডার ছিলেন মামুন ভাই। ওই গ্রুপের পোলাপানদের সাথে আমার ছিলো সম্পর্ক ছিলো - টিটকারি, ঠাট্টা-মশকরার। ওরা টিটকারি করতো, আমি হজম করতাম। মাথা নিচু করে চলে যেতাম।

স্কুল পাশ করে ফেলছি এখন কলেজে যাবো যাবো অবস্থা। একদিন মামুনভাই ডেকে বললেন। এইদিকে আয়। হালকা ভয় পাইছি। তারপরে বল্লো, শুন। কলেজে যাচ্ছিস - ভুলেও   
১. প্রেম করতে যাবি না   
২. সিনেমা হলে যাবি না   
৩. তাস খেলবি না   
৪. সিগারেট খাবি না   
.  
.  
জানিনা উনাকে ভয় পাইতাম বলে, নাকি কথাগুলো মনে ধরেছিলো বলে। কলেজে প্রেম করিনি। সিনেমা দেখতে যাইনি। তাস খেলছিলাম দুই দিন, ধরা খেয়ে আর খেলিনি। সিগারেট একদিন টান দিছিলাম আর খাইনি।   
.  
.  
ভর্তি পরীক্ষায় চান্স পেয়ে বাড়িতে মোবাইলের দোকানে কাজ করছি। আবার মামুন ভাই ডেকে বল্লো। শুন - শহরে গেলে   
১. শহরের স্রোতের সাথে গা ভাসাবি না   
২. প্রেমে পড়ে লাইফ নষ্ট করবি না   
৩. সিগারেট বা নেশা ধরবি না   
৪. পোশাক-আশাক নিয়ে চিন্তা করবি না   
.  
.  
তার অনেক দিন পর, দেশের বাইরে আসবো। এইবার আর মামুন ভাই নাই। উনি মিডল ইস্ট বা ইউরোপে চলে গেছেন। এইবার আমি নিজেই নিজের ফোর পয়েন্টস বানাইতে চাইলাম। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে আমিতো উনার মতো ডাইরেক্ট বলে দিতে পারি না। তাই চিন্তা করলাম কি করা যায়। কাগজ কলম নিয়ে বসলাম। আমার টপ যেইসব কাজে টাইম স্পেন্ড করি। বা কোন কোন জিনিস আমি চেঞ্জ করতে চাই কিন্তু পারতেছি না। বা নতুন জায়গায় গেলে কি কি প্রবলেম হতে পারে। তারপরে আমি আমার একটা লিস্ট বানালাম।

১. অনলাইন পত্রিকা পড়মু না   
২. ক্রিকইনফো ওয়েবসাইটে যাবো না   
৩. চা-কফি খাবো না   
৪. ফাস্ট ফুড এড়িয়ে চলবো   
.  
.  
তারপরে, দুই একবার ফেইসবুকে কোন গরম খবর দেখে, যতবারই পত্রিকার ওয়েবসাইটে পড়তে গেছি, ততবারই মনে হইছে। আমার কি যাওয়া উচিত হচ্ছে। বা বাংলাদেশের খেলার উত্তেজনায়, ক্রিকইনফোতে গেছি। বাট ফোর পয়েন্টস এর কারণে আবার পিছনে ফিরে নিজেকে কন্ট্রোল করেছি।   
.  
.  
জব শুরু করার পরেও আমি আমার ফোর পয়েন্টস বানায়ছি। জীবনের পরের মেজর স্টেপগুলোতে ফোর পয়েন্টস বানাবো। এতে আমার সুবিধা হয়। আমার হ্যাবিট কন্ট্রোল করা যায়। এই টপ চার পয়েন্ট বের করতে নিজেকে এনালিসিস করা হয়। নিজেকে বুঝার চেষ্টা করা হয়। চার পয়েন্ট মনে রাখা ইজিয়ার। ইটস নট প্ল্যান। ইটস আউটলাইন টু কন্ট্রোল। ক্ষেত্র বিশেষে খুচরা পয়েন্ট যোগ করি বা মডিফাই করি।

December 6, 2014

(<https://www.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10152387576076891>)

দেশের সাথে কথোপকথন - ১

দেশ: আচ্ছা, মুক্তিযুদ্ধের সময় ইয়াং বয়সে থাকলে, তুই কি যুদ্ধ করতি?  
আমি: হ্যাঁ, অবশ্যই করতাম (বুক চেতিয়ে)  
দেশ: সরাসরি, একদম ডাইরেক্ট যুদ্ধে? দরকার হইলে জীবন দিয়ে দিতি?   
আমি: না মানে, ফেইস টু ফেইস না করলেও। ঠিকই যুদ্ধ পরিচালনা করতাম।   
দেশ: তাইলেও তো, যুদ্ধক্ষেত্রের আশেপাশেই থাকা লাগতো। তাই না?   
আমি: ইয়ে মানে, হয়তো ভারতে গিয়ে ট্রেনিং এবং অর্গানাইজারের কাজ করতাম।   
দেশ: তুই কি আসলে, সেটা করতি? সেই লেভেলের বুকের পাঠা কি তোর আছে?  
আমি: না, না। আমি ভীতুর আন্ডা হইলেও, এট্টুক এটলিস্ট করতাম।

---

দেশ: আচ্ছা এখন যদি, দেশে যুদ্ধ লাগে, তুই কি দেশে গিয়ে যুদ্ধে নামবি?   
আমি: ইয়ে, মানে। এখনতো ইন্টারনেটের যুগ। বিদেশে বসেই অনেক কিছু করা সম্ভব।   
দেশ: অকে, ইন্টারনেটতো অনেকদিন ধরেই আছে, এত্তদিন ধরে কি, করলি?  
আমি: না মানে, প্ল্যান করতেছি। একটা গ্রুপ বানাবো, ফেইসবুক পেইজ খুলবো।   
দেশ: এইটা কি তোর প্রথম প্ল্যান? এই পর্যন্ত কয়টা প্ল্যান দুনিয়ার মুখ দেখতে পাইছে?  
আমি: ইয়ে, মানে। এইবার আমি সিরিয়াস। এইবার কিন্তু সত্যি সত্যি করে ফেলমু।   
দেশ: এত্তো ত্যানা প্যাঁচাস কেন? গত বছরও তো একই কথা কইছস। তোরে নক করলেও, মার্চ আর ডিসেম্বর ছাড়াতো রিপ্লাই দেস না। আর আমার ইমেইলতো সব স্প্যাম ফোল্ডারে পাঠায় দেস মনে হয়।   
আমি: আসলে, লাস্ট কয়েকদিন অফিসে প্রেসারে আছি। আবার পার্ট-টাইম এমবিএ এর এক্সাম ছিলো। হালকা চাপে আছি, বস।

---

দেশ: আর পিছ্লাবি না। অজুহাতের বাক্স খুলে বসবি না। কোথাও গেঞ্জাম লাগলে, ঐ-রাস্তা বাদ দিয়ে অন্য রাস্তা দিয়ে যাস। আগুন লাগলে নিভাতেও যাস যা। এমনকি ফায়ার বিগ্রেডর বা এম্বুলেন্সকেও ফোন দিস না। তোর আপন মাইনসের কেউ সড়ক দুর্ঘটনায় মারা গেলে, কিছু ছিনতাই হইলে, সিগারেটের উপর ট্যাক্স বাড়লে, কয়েকটা পণ্ডিত মার্কা স্ট্যাটাস দেস। দুইদিন পর আবার ভুলে যাস। খাটি সরিষার নাকে না দিয়া, আলুর ভর্তা বানাইয়া খাইয়া, ভুরি বাড়াস। শোন, দেশের এরাম, সমস্যা নিরসনের জন্য জন্য তোকে জীবন দেয়া না লাগবে না। ওই, তুই কি আমার কথা শুনতেছস। নাকি সাইডে দিয়ে চ্যাট করা শুরু করছস।

আমি: না না। আমি শুনতেছি। কিন্তু সমস্যার তো অন্ত নাই। কয়টা সমাধান করমু। আমি কি করমু? আমার কথা কে শুনবো? ক্যামনে ক্যামনে জানি ইউজড টু হয়ে গেছি।

দেশ: তুমারে কিচ্ছু করা লাগবে না। দেশের জন্য জীবন দেয়াও লাগবে না। রাত-বিরাত গাধার মত খেটে দুর্গম অঞ্চলে গিয়ে কাউকে জ্ঞানের আলো দিতে হবে না। দরিদ্র শিশুদের খাবার, জামা-কাপড় কিনে দিতে হবে না। এমন কি একটা বেনসন কম খেয়ে সেই টাকা দিয়ে শীতবস্ত্র কিনে দেয়া লাগবে না।

---

আমি: তাইলে, আমি করমুডা কি?

দেশ: জাস্ট একটা সিম্পল কাজ করলেই হবে। খুবই সিম্পল, এইটার জন্য কোন পয়সা খরচ হবে না। যেমন, ধর, যেখানে, ওভারব্রিজ আছে, তুই সেখানে সবসময় ওভারব্রিজ দিয়ে রাস্তা পার হবি। বন্ধু-বান্ধব রাস্তার মাঝখান দিয়ে দৌড় দিলেও, তুই ঠিকই ওভারব্রিজ দিয়ে যাবি। ব্যস তাতেই হবে। দেখবি, রাস্তার ওপারে গিয়ে, তোর বন্ধুরা ঠিকই তোর জন্য অপেক্ষা করবে। ওদের জোর করে, তোর সাথে করে ব্রিজ পার করানোর চেষ্টা খুব বেশি করার দক্কার নাই। একদিন, দুইদিন, এক সপ্তাহ, দুই সপ্তাহ, এই ভাবে মাসের পর মাস, বছরের পর বছর। তুই ঠিক থাকলেই হবে। দেখবি কোন কোন ফ্রেন্ড একদিন না একদিন তোর সাথে কথা বলতে বলতে হলেও ওভারব্রিজ দিয়ে পার হইছে। ফ্রেন্ডরা ঠিক না হইলেও তোর ছেলেমেয়েরে লাইনে আনতে পারবি। তাতেই আমি খুশি থাকবো।

আমি: আমি না হয়, একটা কাজ ঠিকমত করলাম। তাতে কি দেশ আসমানে উঠে যাবে?

দেশ: না, দেশ আসমানে উঠবে না। কিন্তু, একজন যদি সারা জীবন ট্রাফিক আইন মেনে চলে, রেড সিগন্যাল সবুজ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে। আরেকজন যদি পণ করে, কোনদিন ব্যাঙ্কে বা কোথাও কোন লাইন ভেঙ্গে, খুচরা দুই নাম্বারী করে আগে যাবে না। রাস্তায়, এখানে সেখানে কোকের বোতল, সিগারেটের প্যাকেট ফেলবে না। প্রয়োজনে পকেটে করে বাসায় নিয়ে আসবে। কেউ যদি আজকে থেকে ঠিক করে সবসময় রিক্সাওয়ালাকে থাঙ্কু বলবে। অন্য কেউ যদি কোন গরীব-মেধাবী স্টুডেন্টকে সপ্তাহে এক ঘণ্টা হেল্প করবে। আমার তাতেই হবে। তোকে সব করা লাগবে না। কারণ, একজন যদি রাস্তার মাঝখানে পড়ে থাকা ইট সরায় ফেলে, বাকিদের তো আর ওই ইট সরানো লাগবে না। এইভাবে তোরা একেকজন যদি জাস্ট একেকটা কাজ ঠিকমতো করিস। তাইলে, আমার আর কোন টেনশন নাই।

---

আমি: কিন্তু এই একটা কাজ দিয়ে কি দেশের অগ্রগতি হবে? দেশ পাল্টে যাবে?

দেশ: শোন। একাত্তরে যেমন, ৩০ লক্ষ লোক জীবন হাতের মুঠোয় নিয়ে লড়ছিলো। এখনও সেরাম নিবেদিত প্রাণ আছে। যারা শুধু দেশের জন্য, দেশের মানুষের জন্য, নিজের সুখ বিলিয়ে দিচ্ছে। তোর মতো স্বার্থপর, সুবিধাবাদী, একটা খুচরা ভালো কাজ করলেই ওদের সাধনা শত শত গুন সহজ হয়ে যাবে। তুই জাস্ট এইটুক কর। ওদেরটা ওরা ঠিকই করে যাবে। নিঃস্বার্থভাবে।

আমি: তাইলে, এই কথাগুলো কি আমি সবাইকে বলবো। আমিতো সবগুলোও করতে পারি। ব্যাপারস না, খুবই ইজি।

দেশ: না। তুই সব শুরু করার কথা চিন্তা করলে, শেষমেশ কোনোটাই করা হবে না। আজকে থেকে একটা কিছু করবি, জাস্ট একটা। আমার তাতেই হবে। ভলান্টিয়ার একটিভিটির জন্য দিন-রাত গাধার মতো খাটতে হবে না। তোর মতো ভীতু পাবলিকরে দেশের জন্য জানও দেয়া লাগবে না। খালি একটা কাজ ঠিক মত করবি বল। তাইলেই হবে।

---

আমি: আমিতো দেশের বাইরে থাকি!   
দেশ: একটু আগে ইন্টারনেটের দোহাই দিছিলি না। সেটার কি হইছে।

আমি: হায় হায়। আমার শিকাগো টু মেরিল্যান্ড যাওয়ার ফ্লাইট ছেড়ে দিচ্ছে। ফ্লাইটে-তো নেটওয়ার্ক থাকে না। দেশ তোমার সাথে পরে কথা হবে।  
দেশ: একটা কাজ যে ঠিক মতো করে করবি, সেটাও তো বলে গেলি না।

November 13, 2014

(<https://www.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10152350548481891>)

ট্রুথ এন্ড টিপস এবাউট আম্রিকা - ৪

১. বাংলাদেশে প্রেমিকা থাকলেও প্রেমের পরিবেশ পাবেন না। আর আম্রিকায়, প্রেমের পরিবেশ পাইলেও প্রেমিকা পাবেন না।

২. কোনো কাস্টমার সার্ভিসে ফোন দিলে, please listen carefully, we have recently changed our menu, হুদাই অনেকক্ষণ হাবিজাবি শুনতে হবে। এমনকি এক মিনিট পরে ফোন দিলেও বলবে we have recently changed our menu । খালি খালি ফাইজলামি। তাই আমি কিছু শুনার আগেই, শুন্য প্রেস করে দেই। মাক্সিমাম সময়ে কাস্টমার রিপ্রেজেন্টেটিভের কাছে সরাসরি কল চলে যায়। ব্যস অনেকক্ষণ বকর বকর শুনা লাগে না। কাস্টমার সার্ভিসে কল দেয়ার ভালো সময় সকাল বেলা। দ্রুত পাওয়া যায়।

----  
খাবার দাবার   
----

৩. ভুলেও ওদের বলবেন না গ্লাসে কোক ভরে দিতে, পুরা গ্লাস বরফের মধ্যে এক চা চামচ কোক দিবে। তাই দেশী পোলাপান, কোক বা পানি উইথ নো আইস চায়। আর আম্রিকান পোলাপান পারলে বরফ চাবায় চাবায় খায়।

৪. কেউ আপনারে কোন রেস্টুরেন্ট এ খাইতে যাইতে বল্লে, ভুলেও ভাইবেন না যে সে খাওয়াবে। হামেশাই, হিজ হিজ হুজ হুজ। যার যার খাবারের বিল সে সে দিবে। এমন কি, প্রেমিক প্রেমিকারা নিজেদের বিল আলাদা আলাদা দেয়। বাসায় দাওয়াত দিলে সঙ্গে কিছু নিয়ে আসতে বলবে বা টাকা চাহিয়া বসলে, অবাক হবেন না।

৫. একই মানুষ দেখলাম, আম্রিকাতে হোটেলের বেয়ারা এক গ্লাস পানি এনে দিলে, থাঙ্কু থাঙ্কু বলে গলা ফাটায় ফেলে, অথচ দেশে কোনো রিক্সাওয়ালা বা চা ওয়ালারে ভুলেও থাঙ্কু বলে না।

৬. এইখানের মানুষগুলা দুধ সবসময় ঠান্ডা খায়। জাস্ট ফ্রিজ থেকে বের করে খেয়ে ফেলে। অন্যদিকে বাঙ্গালীরা গরম করে খায়। এইদেশের মানুষ বুঝে না আমরা কোনো গরম করে খাই। এই দেশেও টেটনা পোলাপান আছে। একদিন সকালে, আমার এক কলিগ বল্লো, "মানুষ ই একমাত্র প্রাণী যারা অন্য প্রাণীর (গরুর, ছাগল বা মহিষের) দুধ খায়" তারপর জিগ্যেস করলো, The guy who discovered milk….What was he doing with that cow?

----  
জিম হেফাজত   
----

৭. জিম বা সুইমিং পুলের লকার বা শাওয়ার রুমে, দৃষ্টির হেফাজত করুন। উড়নচন্ডি হয়ে,লাজ লজ্জার মাথা খেয়ে কেউ কেউ ঘুরে বেড়ায়।

৮. শাওয়ারের গরম পানি আর ঠান্ডা পানির knob বা পানি ছাড়ার টেপ যে কত হাজার রকমের আছে। আল্লাহ মালুম। কোনটা যে কোন দিকে ঘুরাইলে কখন গরম পানি আর কখন ঠান্ডা পানি বের হবে সেটা বের করতে খবর হয়ে যায়। তাই বাথটাবের বাইরে দাড়াইয়া, এক মিনিট অপেক্ষা কইরা নিশ্চিত হয়ে নিবেন যে, এই পানির তাপমাত্রা ঠিক আছে। নচেৎ শাওয়ারের মধ্যে দাড়াইয়া knob ঘুরাইতে থাকলে, বরফের মত ঠান্ডা পানি বা গরম সিদ্ধ পানি দিয়ে আপনার বারোটা বেজে যাবে।

---  
কেনাকাটা   
---

৯. আমাদের আরেক সমস্যা হলো, অনলাইনে বিমানের টিকেট বা দামী কিছু কিনলে বিশ্বাস হয় না । আবার ফোন করে ভ্যারিফাই করি, সত্যি সত্যি টিকেট কনফার্ম তো !!!

১০. ওয়ালমার্টে গেলে, enter আর exit এর জন্য আলাদা আলাদা দরজা। তাও বাঙালি exit এর দরজা দিয়েই ঢুকবে। আর ওয়ালমার্টে তিনমাসের মধ্যে যে কোনো কিছু রিটার্ন দেয়া যায়। মোটামুটি সব স্টোরেই রিটার্ন পলিসি তিন মাসের মত। তাই অনেক বাঙালি আর ভারতীয় ওভেন, টিভি এমনকি ম্যাট্রেস কিনে আড়াই মাস ব্যবহার করে ফেরৎ দেয়। খুবই খারাপ ব্যাপার স্যাপার। ইচ্ছে করে ব্যবহার করে, রিটার্ন দিয়ে ফুল টাকা ফেরৎ নিয়ে আসে। একবার নাকি এক ভারতীয় ম্যানেজার, একজনকে কফি মেকার কিনার সময় বলে দিছে, তিন মাস পর ফেরৎ দিতে আসলে, ধুয়ে আইনেন, প্লিজ।

১১. কমলা একটা বিরক্তিকর ফল। খোসা সরানোর পরও সাদা সাদা আশ সরাতে হয়। ভিতরের বিচি এর দিকে খেয়াল রাখতে হয়। প্রথম প্রথম আসার পর একদিন ভাবলাম কমলা কিনি। দোকানে দেখলাম ডজন খানেক ছোট ছোট কমলার দাম ৬ ডলারের মত। পাশে দেখি বড় বড় সাইজের কমলা কিন্তু দাম ৪ ডলারের মত। আমি ভাবলাম কম দামে যদি বড় জিনিস পাওয়া যায়, তাইলে ছোট গুলা কিনমু কেন। ফিলিং লাইক এ বস। খুশি খুশি বাসায় এসে আয়েশ করে কমলা খেতে গিয়ে দেখি তিতা তো তিতা, মেগা লেভেলের তিতা। এই তিতা কমলা আরেকজনরে দেখাতেই সে হাসতে হাসতে গড়াগড়ি টাইপ অবস্থা। সে বলে, মিঞা লেভেল পইড়া কিনবা না। লেভেলে দেখি লেখা আছে, গ্রেপ ফ্রুট। দেখতে অলমোস্ট কমলার রং এবং হালকা বড় সাইজ। তারপর আর কোন দিন কমলা কিনছি কিনা মনে নাই।

গ্রিন আপেলের ক্ষেত্রেও মোটামুটি একই কাহিনী। আপনি খাইতে পারবেন না। চরম টক। যদিও আম্রিকানরা দেদারসে খাইয়া ফেলবে, আরামসে।

১২. অনেক সময় রেস্টুরেন্ট এর সামনে লেখা থাকে, no public toilet আর বাথরুম বেশি চেপে গেলে হন্যে হয়ে, কোনো শপিং মলে গিয়া বাথরুম খুঁজে না পাইলে, কাউরে জিগ্যেস করেন। ভুলেও ফিটিং রুমে গিয়ে অনেকক্ষণ পর চিল্লায় উঠবেন না, "Hey, there is no toilet paper here"

October 19, 2014

(<https://www.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10152309092666891>)

মাঝে মধেই শুনা যায়, কারো এক্স-বয়ফ্রেন্ড তাদের ব্যক্তিগত ছবি বা ভিডিও অনলাইনে ছেড়ে দিছে। মোস্ট অফ দ্যা কেইসে ক্ষতির শিকার হয় মেয়েরা।

প্রথম কথা হচ্ছে, প্রেম করবেন, করেন। প্রেমের চাইতে অনেক বেশি কিছুই করতে নিজেকে আটকে রাখতে পারতেছেন না, আপনার মন চাইলে করবেন। সেটা আপনার ব্যাপার কিন্তু ভিডিও বা পিকচার তুলার কি দরকার?

---

ভিডিও হয়তো আপনার ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় বা অজান্তে হইতে পারে। বাট আপনি যখন জানবেন যে ভিডিও হচ্ছে বা করতে চাচ্ছে, ডোন্ট ট্রাস্ট দ্যা পারসন। এমনকি আপনি ম্যারিড হলেও না। ধরেন, আপনি সেই ভিডিও কোনো কম্পুটারে বা মোবাইলে রাখলেন, সেটা আজ না হয় কাল যদি আপনার ছেলে/মেয়ে বা বন্ধু বা ভাই/বোন দেখে ফেলে, জিনিসটা ভালো কিছু হবে না। অনলাইনে বা ক্লাউডেতো ভুলেও রাখবেন না। একাউন্ট হ্যাক হামেশাই হয় এমনকি apple এর ক্লাউডও। আর যে ভিডিও করছে, সে বা তার কোনো বন্ধু, একদিন না একদিন অনলাইনে ছেড়ে দিতেই পারে। তখন যে পরিস্থিতি তৈরী হবে, আপনি মানুষিক, পারিবারিক এবং সামাজিক ভাবে সামাল দিতে পারবেন কি, পারবেন না, সেটা আগেই ভেবে নেন। আপনার ফ্যামিলির লোকজন জানলে বিষয়টা কি রকম হবে, সেটা নিয়ে চিন্তা করেন। যদি মনে হয় যে সামাল দিতে পারবেন না, তবে ভিডিও বা পিকচার থেকে বিরত থাকুন। জাস্ট সিম্পলি ডোন্ট ডু দ্যাট। নো কম্প্রোমাইজ।

---

আর যে প্রেম, কয়েকদিন বা কয়েক বছর ধৈর্য্য ধরতে পারে না, সে প্রেম সারাজীবন টিকবে কিনা আরেকবার চিন্তা করে দেখেন। আপনার যদি মনে হয়, সেক্স না করলে আপনার প্রেম টিকবে না। আমি বলে দিলাম, সেক্স করলেও আপনার প্রেম টিকবে না। সো, সবচেয়ে নিরাপদ হচ্ছে, সেইভ দ্যা রোমান্টিক পার্ট ফর দ্যা ফিউচার। যত বেশি উতলা হবেন, তত বেশি ঝামেলা।

---

আর আপনার অজান্তে, হিডেন ক্যামেরা থাকতে পারে বলে যদি সন্দেহ থাকে, কোনো হোটেলের রুমে বা কারো মেসে বা ড্রেস ট্রায়াল করার রুমে বা বাথরুমে। তাহলে, লাইট অফ করে দেখতে পারেন, অনেক সময় ক্যামেরা থেকে অল্প লাইট জ্বলে। আর সেইরকম সন্দেহ থাকলে আপনি আপনার স্মার্ট ফোনে, হিডেন ক্যামেরা ডিটেক্ট করার app ব্যবহার করতে পারেন। তবে যেখানে এইরকম কিছু হবার চান্স থাকে, সেখানে না যাওয়াই উত্তম। দুই দিনের পরিচয়ে অজ্ঞাতস্থানে বা লিটনের ফ্লাটে যাওয়ার কি দরকার। আগে মানুষটাকে ভালো করে জানুন। ভালো কিছু হলে, আস্তে ধীরেই হোক। সারা জীবন তো পরে আছে, উপভোগ করার। যে ছয়মাসের পরিচয়ে এইসব কিছু করতে বলে, সে বেশিদিন রিলেশন রাখতে আসে নাই। দুই দিন রিলেশন করে, তার স্বার্থ হাসিল করে, অন্য জায়গায় চান্স মারবে।

আপনি, বন্ধুর সাথে স্কাইপে বা ফোনে ভিডিও চ্যাট করতেছেন। সে যে আপনাদের অন্তরঙ্গ আলাপন রেকর্ড করতেছে কি, করতেছেনা, সেটা জানার উপায় নাই, মনে হয়। তাই অন্তরঙ্গ আলাপ সামনাসামনি কারার জন্য ঝমিয়ে রাখুন।

---

আর যদি কেউ আপনার কোনো ব্যক্তিগত ছবি পোস্ট করে দেয়, আতঙ্কিত না হয়ে পরিস্থতি সামলাবার চেস্টা করেন। কে পোস্ট করছে সেটা আপনি নিশ্চয় জানেন। সেটা আইনপ্রয়োগকারী সংস্থাকে জানান। বা ফেইসবুকে পোস্ট করলে, একাউন্ট রিপোর্ট করেন। তারপর এড়িয়ে চলে, স্বাভাবিক জীবন যাপনের চেষ্টা করেন। দুইদিন পর, সব ঠিক হয়ে যাবে। মনের জোর রাখেন।

October 7, 2014

(<https://www.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10152284521746891>)

দাওয়াতে বেশি করে খাওয়ার এক ডজন টিপস।   
(ট্রুথ এন্ড টিপস এবাউট আম্রিকা-৩)

১. প্রথমেই মনে রাখতে হবে, "পেটের জায়গার নিত্যতার" সুত্র। আপনার পেটে মোট জায়গার পরিমান নিদৃষ্ট। তাই কোক ফানটা বা ফালতু এপেটাইজার বা ডিম বা শসা, গাজর, টমেটো খেয়ে মূল্যবান জায়গা ভরাট করে ফেলবেন না। পস্তাইতে হবে। মেইন কোর্সের, ভালো আইটেমের জন্য জায়গা খালি রাখুন। আর ডেজার্ট এর কথাও ভুলবেন না যেনো।

---

২. প্রি স্কিনিং। দাওয়াতে গেলেই ফাস্ট গিয়ে খাবারের ছবি তুলবেন। ডিফারেন্ট সাইড থেকে, অনেক অনেক এঙ্গেলে। তবে, এই ছবি তোলার মূল উদ্দেশ্য কিন্তু ফেইসবুকে আপলোড করা না। বরং কোন কোন আইটেম ভালো হইছে বা আপনি খাবেন সেটার জন্য প্রি-স্কিনিং করা। যাতে খাবার নেবার সময় লেস ইম্পর্টান্ট আইটেম নিয়ে প্লেট ভরায় না ফেলতে হয়।

--

৩. সামথিং লুকস গুড, ডাজেন্ট গ্যারান্টি ইট উইল টেস্ট গুড। দেখতে চমৎকার কোনো আইটেম দেখেই ওইটা দিয়ে প্লেট ভরাট করে ফেলবেন না। তাই প্রি-স্কিনিং স্টেজে সংযত থাকুন। ইনিশিয়াল স্ট্রাটেজি ঠিক করলেও, ডিসিশান ফাইনাল করবেন না। ধৈর্য ধরুন। পরের রাউন্ডে পুষায় নেবার চান্স পাবেন।

--

৪. গেইম অফ প্লান। কমপক্ষে তিন ইনিংস খেলতে হবে। প্রথম রাউন্ড T-20 অল্প অল্প করে নিবেন। চেখে দেখবেন কোনটা ডেলিশ আর কোনটা মালিশ টাইপের। এই ইনিংস শেষে, ওয়ান ডে স্টাইলে খাবেন। এইটাই আসল রাউন্ড। তবে এই রাউন্ডে পেট পুরাপুরি ভরাট করে ফেলা যাবে না। শেষে টেস্ট ম্যাচ খেলতে হবে কিন্তু। টেস্ট খেলার নিয়ম হচ্ছে, যেই আইটেম খুব ভালো লাগছে সেটা আস্তে আস্তে গল্প করতে করতে খাবেন। উপর দিয়ে তিনবার আঙ্গুল বুলাবেন তার পর কিঞ্চিত অংশ হালকা জিহ্বা বের করে, আলতো স্টাইলে, মুখ অল্প ব্যাঁকা করে ঢুকায় দিবেন। এমন একটা ভাব যে খাবারের দিকে আপনার মনোযোগ নাই, গল্পের দিকেই মনোযোগ বেশি। তাই গল্প করতে করতে টেস্ট ম্যাচ শেষ হয়ে গেলেও, দুই একটা ফ্রেন্ডলি ম্যাচ স্টাইলে, আবারো প্লেটে খাবার নিলে পাবলিকে টের পাবে না। তবে, পাওয়ার প্লে বা ফ্রি হিট খেলার একদম দরকার নাই। ইনজুর্ড হয়ে যাওয়ার চান্স বেশি।

---

৫. ষ্টার কাবাব ম্যাথড। ধরেন, ভদ্রতা বশত সবাই একটা করে মুরগির রোস্ট নিচ্ছে। আপনি দুইটা নিতে চাচ্ছেন। সেজন্য এই ম্যাথড খুবই উপযোগী। আপনাকে যা করতে হবে সেটা হচ্ছে, প্রথমেই রোস্ট টা নিয়ে তার উপরে রাইস দিয়ে ঢেকে দিবেন। তারপর লাইন ব্রেক করে, কাউরে কুশলাদি বিনিময় করার স্টাইলে রোস্ট রাইসের উপ্রে রেখে, খাইতে চলে যাবেন। খাবারের সময় খেয়াল রাখবেন উপরের রোস্ট খাওয়া শেষ হবার আগে, কোনো অবস্থাতেই রাইসের ভিত্রে কিডনাপ করা পিছ খান যাতে বের না হয়ে যায়। কেলেংকারিত হবার রিস্ক কেনো নিবেন।

---

৬. ইটিং ইজ ওয়ার্কিং আউট। প্রথমবার প্লেট ভরে নিবেন না। চারপাশের লোকজন আড় চোখে তাকাবে। পাশের দুই একজন মজা করে বা তামাশার স্টাইলে মন্তব্য ছুড়ে দিতেও পারে। তাই কি দক্কার। বরং বার বার উঠে গিয়ে খাবার আনতে গেলেও একটু এক্সারসাইজ হবে। এটলিস্ট গ্রাভিটির কারণে কিছু খাবার হজম হয়ে গেলে, এতে অবাক হবার কিছু নেই।

---

৭. চুজ ওয়াইজলি। আশযুক্ত খাবার যেমন, রাইস, নান রুটি কম করে নিবেন। এইগুলা ফিলার। খুব দ্রুত পেট পুরায় বা ফুলায় ফেলবে। বেশি খাইতে পারবেন না। মুরগির মাংসের বড় বড় পিস থাকলে, চিপাচাপা থেকে ছোট এক টুকরা খুঁজে বের করেন। বড় একপিচে পেট ভরাট করে ফেলা চৈলতো না।

--

৮. সাইলেন্ট গিফট ক্রেডিট পলিসি। সিঙ্গেল স্টুডেন্টরা সাধারনত দাওয়াত খাওয়ার সময় কোনো গিফট নিয়ে যায় না। সেটা যদি চক্ষু লজ্জায় লাগে, তাইলে পার্কিং লটে বসে থাকবেন। যখনই কোনো সিনিয়র ভাই আসবে। দেখবেন, বাচ্চা-কাচ্চা ব্যাগ নিয়ে যেতে পারতেছে না। তাইলে গিয়ে হেল্প করবেন এবং অবশ্যই গিফট বা যে খাবার বানায় আনছে সেটা, নিজে তুলে নিয়ে হেল্প করবেন। ভিতরে গিয়ে কিচ্ছু বলার দক্কার নাই। জাস্ট গিফট স্টাইলে দিয়ে দিবেন। কেউ কেউ, কিন্তু ভেবে বসতে পারে যে , আপনিই গিফট নিয়ে আসছেন।

:

গিফটের নিত্যতার সুত্র। বড় ভাইও যে, প্রতিদিন নতুন নতুন গিফট কিনে তা কিন্তু না। বড় ভাই, তার ছেলের জন্মদিনে যে সব গিফট পাইসে সেগুলা অন্য বাচ্চাদের জন্মদিনে দিয়ে দেয়। বা বক্সে করে কোনো খাবার কোনো দাওয়াতে নিয়ে গেলে, ওই হোস্ট আবার বক্সে করে খাবার দিয়ে দেয়। আয় ব্যয় সমান। অর্থাৎ, নীট গিফটের লেনদেন শুন্য। এইটাই গিফটের নিত্যতার সুত্র।

---

৯. সুমেকার রেসিং। দাওয়াতে জুতা কখনই সিড়ির সামনে রাখবেন না। পাড়াই পুড়াই গুতায় গাতায় লেভেল করে ফেলবে। আর সিড়ির মধ্যে অবশ্যই রাখবেন না। তাইলে পিচ্চিপাচ্চা পোলাপান লাফালাফি দৌড়াদৌড়ি করতে গিয়ে আপনার একজুতা নিয়ে যাবে গেইটের বাইরে। আরেকটা বেইজমেন্টের কোন চিপার মধ্যে যে নিয়ে যাবে, আল্লাহ মালুম। সো, হয় একটা জুতার লেইসের সাথে অন্যটার লেইস গিট্টু দিয়া রাখবেন। নয়, দরজার পিছনে রাখবেন। তাইলে টেনশন কম। আর বেশি কনচার্ন থাকলে ব্যাকপ্যাকে ঢুকায় ফেলবেন। তবে, সবাই যেখানে রাখবে সেখানে রাখা যাবে না।

---

১০. টেক হোম, ভাবি স্টাইল স্ট্রাটেজি। ধরেন আপনার অবস্থা যদি এমন হয়। পেটে আর জায়গা নাই। গলা পর্যন্ত ঠেসে ঠুসে খাইসেন। নেক্সট দুই দিন আর খাওয়া লাগবে না। তারপরেও কোনো আইটেম ব্যাগে করে বা বক্সে করে বাসায় নিয়ে যাইতে চান। তাইলে ওই আইটেমের প্রশংসা বেশি বেশি করে করেন। তিনচার বার প্রশংসা করলেই, হোস্টই আপনাকে বলবে একটু ব্যাগে করে দিচ্ছি, বাসায় নিয়ে যাও। এই ক্ষেত্রে, আমাদের শ্রদ্ধেয় ভাবীসম্প্রদায় অনেক বেশি এগিয়ে।

---

১১. ইউ আর স্মার্ট ইফ ইউ ডোন্ট শো উইর সোশাল স্কিল টু কিডস। আম্রিকায় জন্ম নেয়া ও বেড়ে উঠা বাচ্চার বয়স যদি চার বছরও হয় তার লগে খোশ গল্প করতে যাবেন না। আপনার ইংরেজি উচ্চারণ সে বুঝতে পারবে না। জিগ্যেস করবেন একটা আর উত্তর দিবে আরেকটা। উপস্থিত দেশী সবায় ব্যাপারাটা বুঝতে পেরে হাসাহাসি করবে। আর ভুলেও বাচ্চাদের সাথে খেলতে যাবে না। ইস্পিশালী বোর্ড বা কার্ড গেম। এগুলা লাঠিম বা ছয় গুটি খেলার মতো কিছু না। নিয়ম বুঝতে বা খেলতে গেলে লজ্জায় পড়ে যাবেন। যেমন একটা গেমস এ এনিম্যালের নাম বলতে হবে। আমিতো এনিম্যালের নাম ইংরেজিতে দূরে থাক, বাংলায়ই জানি না। আর উচ্চারণের প্রবলেম তো আছেই।

---

১২. থিঙ্ক এবাউট ফিউচার প্লান। যদি এই দাওয়াতের সুত্র ধরে আরো দাওয়াত পেতে চান। তাইলে ভাবীদের সাথে খাতির করুন। উনার শাড়ির আচলের লাইনারের কালারটার ম্যাচিং নিয়ে প্রশংসা করুন। ভাইয়ার লগে খাতির করলে, কোনো লাভ হবে না। অযথা টাইম নষ্ট। দাওয়াত ম্যানেজমেন্টের ফুল ডিসিশন মেকার হচ্ছেন ভাবী। ভাইয়া শুধু ইম্প্লিমেন্টার মাত্র।

---

বেশি করে দাওয়াত খান, ভুড়ির উপ্রে চাপ বাড়ান।

October 5, 2014

(<https://www.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10152279433626891>)

ফার্স্ট ঈদ উইথআউট এনি কোলাকুলি। ।

---

ঘটনা চক্রে। ঈদের দিন সকালে সাড়ে নয়টায় আমার একটা টক। সেটা টুইন সিটিস কোড ক্যাম্প, মিনিয়াপোলিস, মিনিসোটা। এম্নিতেই টকের চান্স পাই না। তাই এই সুযোগ ছাড়া যাবে না। তার উপ্রে প্রেজেন্টেশনের অবস্থা খুবই করুন টাইপ হওয়ায়। হাই স্কুলের, সাময়িক পরীক্ষার প্রিপারেশন স্টাইলে, ভোর ৪ টায় উঠে, প্রাকটিস করা শুরু কর্লাম। তাও আবার মিউট (mute) মুডে। যাতে জুনু ভাই উঠে না যায়।

---

প্রেজেন্টেশন দিতে হবে আবার ঈদের নামাজও পড়তে হবে। খুঁজে বের কর্লাম, রয় উইলকিনস অডিটোরিয়াম, Saint Paul, MN নামাজ শুরু হবে সকাল সাড়ে সাতটায়। কোনোরকমে টেনেটুনে, সেখানে গিয়ে দেখি। নামাজের শুরু সাড়ে সাতটায় হলেও, জামাত ৯ টায়। এইটা পুষাবে না। নামাজ পড়ে, ২৫মিনিট ড্রাইভিং করে, কোড ক্যাম্পে গিয়ে গাড়ি পার্ক করে, টকের আগে পৌছাইতে পারবো না। তাই আরেকটা জায়গা খুঁজে বের করলাম, Como ave, St Paul, MN। শ দেড়েক লোক হবে। কাউরে চিনি না। সেখানে, তাক্বিরাহ আটটায় আর নামাজ শুরু হবে সাড়ে আটটায়। ১৫মিনিট ড্রাইভ করে সেখানে গেলাম। নামাজ শেষ করে, আরবি খুতবাতে ইব্রাহিম আ:, ইসমাইল আ: আর সাদাকাল্লাহ ছাড়া কিছু বুঝতে পারি নাই।

---

মুনাজাত শুরু হবে হবে, এই টাইমে ৮.৪৫ এ বের হয়ে যাইতে হলো। তাই কারো সাথে, অপরিচিত হলেও, কোলাকুলি আর করা হলো না। প্রায় ৬ বছর পর, ঈদের দিনে নতুন পাঞ্জাবী পড়লাম। বিভিন্ন সময়ে নতুন জামা পড়লেও, ঈদে নতুন পড়া হয়ে উঠেনি। প্রথমত: জামা কাপড় কিনতে বুদ্ধির অভাব আর ড্রেস আপ নিয়ে আগ্রহের বিশেষ ঘাটতির কারণে। গত এপ্রিলে ঢাকায়, আড়ং থেকে কিনে আনা। রোজার ঈদে যে পাঞ্জাবিটা পরছিলাম। সেটা কিন্তু পহেলা বৈশাখে পরা। পাঞ্জাবি খুলে, ১৫ মিনিট দুরে, ইউনিভার্সিটি অফ মিনিসোটাতে কোড ক্যাম্পের দিকে দৌড়াতে লাগলাম। সেখানে গাড়ি পার্ক করে পৌঁছতে পৌঁছতে ৯.১০। ফ্রন্ট ডেস্কে রেজিস্ট্রেশন শেষ করে দেখি, পেটে ক্ষুধা। ভেগেল নেওয়ার টাইম নাই। তাই, টেবিলের উপ্রে একটা ছোট কেক থাবড়া দিয়া নিলাম। সাধারনত টকের আগে বাথরুম সেরে, মুখে পানি দিয়ে নিতে হয়, ভয় কমাতে। সেদিকে খেয়াল না করে। কেক খাওয়ায় মনোযোগ দিলাম। এট লিস্ট, ঈদের মিষ্টান্ন হিসেবে।

---

ঈদের মিষ্টান্ন গলার মধে ব্যারিকেট দিয়ে বসলো। তাড়াতাড়ি করতে গিয়ে পানির বোতল নিতে ভুলে গেছি। এই দিকে রুম খুঁজে পাচ্ছি না। এরে ওরে জিগ্যেস করি আর পানির বোতল খুজি। সবাই সকাল বেলা কফি খায়। শেষমেষ, রুমে ঢুকার মুখে, দেখলাম একটা বোতল, সামান্য পানি আছে। কেউ একজন ভুলে বোতল ডাস্টবিনে না ফেলে, টেবিলের উপরে রেখে গেছে। আল্লাহ বাচায়ছে। জান বাচানোর জন্য ঐটুকু গিলে ৭ মিনিট আগে রুমে ঢুকলাম।

---

প্রেজেন্টেশন শেষ করার পর, সাধারনত অন্যদের প্রেজেন্টেশন দেখি। কিন্তু ঘুমের ছোটে ফিরে গেলাম জুনু ভাইয়ের বাসায়। একটু যদি রেস্ট নেয়া যায়। কিন্তু দিনের বেলায় কখনই আমার ঘুম আসে না। এইদিকে জুনু ভাই কইজানি চলে গেছে। আশেপাশের কয়েকটা রেস্টুরেন্ট গুগলিং করে দেখি বন্ধ। উইকএন্ডে মোটামুটি মানের সব রেস্টুরেন্ট বন্ধ। কি আজিব জায়গা সেন্ট পল শহর। অগত্যা, জুনু ভাইয়ের, মারুচান ইনস্ট্যান্ট নুডুলস দিয়ে কুরবানী ঈদের, গরুর মাংস আর চালের রুটির অল্টারনেটিভ লেট লাঞ্চ সারলাম। বিকেলে অবশ্য বন্ধু জিল্লুরের বাসায় এবং আরেক ভাইয়ের বাসায় খেয়ে কিছুটা ঈদ পাওয়া গেছে। কিন্তু কোলাকুলি করা হয়নি, কারো সাথেই।

---

এখন বসে আছি, মিনিয়াপলিস-সেন্ট পল এয়ারপোর্টে, স্পিরিট এর ফ্লাইট তিনবার ডিলে করছে। দেখি কখন শিকাগো ফিরে। প্লেইন রাইস উইথ এগ ফ্রাই অন সাইড, দিয়া, আরামসে একটা ঈদের ভোজ দেবার। এখন শুধুই অপেক্ষা।